দশমঃ স্কন্ধঃ

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণি উবাচ।

১। একদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্।
স্নাতুং নন্দস্তু কালিন্দ্যাং দ্বাদশ্যাং জলমাবিশৎ॥

১। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুকঃ উবাচ—নন্দঃ তু একাদশ্যাং নিরাহারঃ জনার্দ্দনং সমভ্যর্চ্চ্য (যথাবিধি সজাগরণ পূজাবিশেষং কৃত্বা) দ্বাদশ্যাং কালিন্দ্যাং স্নাতুং (যমুনায়াং স্নানার্থং) জলম্ আবিশৎ।

১। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ একদিন মহারাজ নন্দ একাদশীতে উপবাস করে রাত জেগে নামসঙ্কীর্তনাদির দ্বারা জনার্দনের অর্চন পূর্বক কলামাত্র অবশিষ্ট দ্বাদশীতে পারণ সিদ্ধির জন্য অরুণোদয়ের পূর্বেই একা যমুনার জলে প্রবেশ করলেন।

১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** প্রসঙ্গাদদ্ভুতচরিতমেবানুবর্ণয়ন্নাদৌ ঐশ্বর্য্যমদানর্থতামেব দর্শয়ন্নিন্দ্রস্যৈব বরুণস্যাপ্যপরাধং বক্তুং তৎপ্রসঙ্গমারভতে—একাদশ্যামিত্যাদিনা মুদমিত্যন্তেন। একাদশ্যাং বৃদ্ধ্যা হ্রাসেন বা কিঞ্চিন্মাত্রনিষ্ক্রান্তায়াং তস্যাম্। ষট্ প্রহরাবেব তদদ্যতনকালং ব্যাপ্যেত্যর্থঃ, দ্বাদশ্যাং পারণা-হনিষ্ক্রান্তে কিঞ্চিদ্দ্বাদশ্যাদি-প্রহরদ্বয়াবসর-তদদ্যতনকাল ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, সম্যগভিতোঽর্চ্চয়িত্বা পরমভাগ-বতাগ্র্যত্বেন যথাবিধি সজাগরণ-পূজাবিশেষং কৃত্বা ইত্যর্থঃ। জনৈর্ভক্তৈরর্দ্যতেঽতৃপ্ততয়া নিত্যং ভক্ত্যর্থং যাচ্যতে ইতি তথা তম্, ইতি পরমকৃতার্থস্যাপি তস্য নিরাহারত্বেন সমভ্যর্চ্চনে হেতুঃ। অতএব কালিন্দ্যাং ভগবদ্-ভক্তিবিবর্দ্ধন্যাং স্নাতুং জলমাবিশৎ, তু-শব্দেনান্যোনাবিশৎ, কিন্তু গৃহ এব সম্পাবিতি ব্যঞ্জয়িত্বা তস্য যমুনাস্নানা-গ্রহং বোধয়তি॥ জী০ ১॥

১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণরূপ অদ্ভুত চরিত আদ্যোপান্ত বর্ণন করবার পর ইন্দ্রের ঐশ্বর্য গর্বের অনর্থতা দেখিয়ে বরুণেরও অপরাধ বলবার জন্য সেই প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হচ্ছে—'একদশ্যাং' একশ্লোক থেকে আরম্ভ করে ৯ শ্লোকের শেষ 'মুদম্' পর্যন্ত। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে গোবিন্দ-অভিষেক হল, একাদশীর পর দ্বাদশী বেশীক্ষণ ছিল না, মাত্র দুপ্রহর

২। তং গৃহীত্বানয়দ্‌ভৃত্যো বরুণস্যাসুরোঽন্তিকম্।
অবজ্ঞায়াসুরীং বেলাং প্রবিষ্টমুদকং নিশি॥

২। **অন্বয়ঃ** আসুরীং বেলাং (অরুণোদয়পূর্ব্ববর্ত্তিনমাসুরং কালং) অবজ্ঞায় নিশি উদকং প্রবিষ্টং তং (নন্দং) গৃহীত্বা বরুণস্য অসুরঃ ভৃত্যঃ অন্তিকং (বরুণস্য সমীপং) অনয়ৎ।

২। **মূলানুবাদঃ** জলপতি বরুণের ভৃত্য এক অসুর শাস্ত্রবিধি সম্বন্ধে অজ্ঞতায় শ্রীনন্দকে ধরে বরুণের নিকট নিয়ে এল, রাত্রিতে আসুরী বেলায় জলে প্রবেশ করা হেতু।

ছিল অবসর। তাই ছয় প্রহর অর্থাৎ অর্ধ রাত্রির পরই নন্দমহারাজ যমুনায় স্নান করতে গেলেন—এই শাস্ত্র নির্দেশ অনুসারে, যথা—'একাদশীব্রতের পরদিন যদি অতি অল্প সময় দ্বাদশী থাকে, তবে একাদশী-ব্রতদিনেই অর্ধ রাত্রির পর স্নানাদি নিত্য কৃত্য করে দ্বাদশী মধ্যেই পারণ করবে'—(স্কান্দপুরাণ—শ্রীশিবের আদেশ)। আরও, **সমভ্যর্চ**—[সম্+অভ্যর্চ], 'সম্' সর্বতোভাবে পূজা করে - নন্দমহারাজ পরমভাগবত বলে যথাবিধি রাত্রি জাগরণ করে নাম সঙ্কীর্তনাদি পূজা করে, এরূপ অর্থ। **জনার্দ্দনম্**—'জনৈ' ভক্তগণ কর্তৃক অতৃপ্তির সহিত নিত্য সেবাভিলাষে প্রার্থনীয় কৃষ্ণ, নন্দমহারাজ পরম কৃতার্থ হলেও তাঁর অনাহারে থেকে এই অতি আদরে পূজাতে ইহাই হেতু; অতএব **কালিন্দ্যাং**—ভগবৎভক্তি বিবর্ধনী যমুনাতে প্রবেশ করলেন স্নান করতে। 'নন্দস্তু' এখানে 'তু' শব্দে নন্দ একাই, অন্য কেউ প্রবেশ করলেন না। তাঁরা গৃহেই কূপাদিতে স্নান করে নিলেন, এই কথাটা প্রকাশ করে নন্দের যমুনা স্নানে আগ্রহ-বিশেষ বুঝানো হল॥ জী০ ১॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অষ্টাবিংশেঽভবন্নন্দাহরণং বরুণস্তুতিঃ। গোপানাং বিস্ময়োৎসুক্যাদ্‌ব্রহ্মবৈকুণ্ঠদর্শনম্॥ ইন্দ্রস্যাগশ্চ তৎক্ষান্তিমুকৃত্বাস্বস্মৃতিমাগতে। বরুণস্যাপি তে বক্তুমাহ লীলান্তরং মুনিঃ॥ জলমাবিশদিত্যরুণোদয়াদপি পূর্ব্ব কলামাত্রাবশিষ্টায়াং দ্বাদশ্যাং পারণাপ্রাপ্ত্যর্থং শাস্ত্রাজ্ঞাবলেনৈবেতি জ্ঞেয়ম্। তথা চ শাস্ত্রং—"কলার্দ্ধাং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশীথাদূর্দ্ধমেব হি। আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কর্ত্তব্যাঃ শম্ভুশাসনা"দিতি॥ বি০ ১॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** অষ্টাবিংশে নন্দহরণ ও বরুণ কর্তৃক কৃষ্ণের স্তুতি। নন্দের মুখে এই অদ্ভুত লীলা শ্রবণে গোপগণের বিস্ময়-ঔৎসুক্যের উদয় হল—এই হেতু কৃষ্ণ তাদের বৈকুণ্ঠ দর্শন করালেন। ইন্দ্রের অপরাধ ক্ষান্তির কথা বলতে বলতে শ্রীশুকদেব গোস্বামির স্মৃতিতে উদয় হয়ে পড়ল, বরুণের অপরাধ ক্ষান্তির কথা, তাই বলার জন্য লীলান্তর আরম্ভ করলেন।

জলমাবিশৎ—যমুনার জলে প্রবেশ করলেন, অরুণোদয়ের পূর্বেই—কলামাত্র অবশিষ্ট দ্বাদশীতে পারণ সিদ্ধির জন্য। এ কাজ তিনি শাস্ত্র-আজ্ঞা বলেই করলেন—শাস্ত্র এরূপ বলছেন—"একাদশীর পরদিন যদি অর্ধকলামাত্র দ্বাদশী অবশিষ্ট থাকে, তা হলে অর্ধরাত্রি অতীত হওয়ার পরই স্নান করে মধ্যাহ্ন কৃত্য পর্যন্ত নিত্যকৃত্যের সমাধান করে দ্বাদশী মধ্যেই পারণ কর্তব্য।"—(মহাদেবের আদেশ বাক্য)॥ বি০ ১॥

৩। চুক্রুশুস্তমপশ্যন্তঃ কৃষ্ণ রামেতি গোপকাঃ।
ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য পিতরং বরুণাহৃতম্।
তদন্তিকং গতো রাজন্ স্বানামভয়দো বিভুঃ॥

৩। **অন্বয়ঃ** গোপকাঃ তং (নন্দং) অপশ্যন্তঃ কৃষ্ণরামেতি (কৃষ্ণ! রাম! ইতি) চুক্রুশুঃ (আর্ত্তনাদং চক্রুঃ) রাজন্! স্বানাং (স্বজনানাং) অভয়দঃ (অভয়প্রদঃ) বিভুঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তৎ উপশ্রুত্য পিতরং বরুণাহৃতঃ (বরুণেন নীতং) [ইতি] তদন্তিকং গতঃ।

৩। **মূলানুবাদঃ** শ্রীনন্দের দেহরক্ষী গোপগণ তাকে দেখতে না পেয়ে 'হা কৃষ্ণ হা রাম' বলে চিৎকার করতে লাগলেন। হে রাজন্! ভক্তগণের অভয়দাতা সর্বদেশবর্তী কৃষ্ণ সেই ডাক নিকটেই শুনতে পেয়ে পিতাকে বরুণ হরণ করেছে জানতে পেরে ঝাপ দিয়ে জলে পড়ে ডুবে গিয়ে বরুণের নিকট চলে গেলেন।

২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** অসুর ইতি—জাত্যৈব বৈষ্ণবধর্ম্মাজ্ঞত্বমুক্তম্, তথাসূর্য্যাং বেলায়াং জলরক্ষণে বলিষ্ঠস্য তস্যৈব যোগ্যত্বঞ্চ দর্শিতম্; বরুণস্য ভৃত্য ইতি তস্যাপি দোষাপত্তিঃ। অবজ্ঞায় অনাদৃত্য॥ জী০ ২॥

২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অসুর ইতি**—জাতিদোষেই বৈষ্ণব ধর্মে যে অজ্ঞ তাই বলা হল এই পদে। আরও আসুরী বেলায় জল রক্ষণে বলিষ্ঠ তার যোগ্যতাও দেখান হল। বরুণের ভৃত্য, এ কথায় বরুণেরও দোষ স্পর্শ বলা হল। **অবজ্ঞায়**—আসুরী বেলা অনাদর করে॥ জী০ ২॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** বরুণস্য ভৃত্যোঽসুরঃ বরুণস্যান্তিকমনয়ৎ তত্র হেতুঃ,—আসুরীং বেলামবজ্ঞায় উদকং প্রবিষ্টমিত্যজ্ঞানেনৈব তস্মিন্ দোষকল্পনম্। শ্রীনন্দেন তু শাস্ত্রাজ্ঞাবলেনৈবোদকে প্রবিষ্টত্বাৎ। অতএবাগ্রে বক্ষ্যতি "অজানতা মামকেন মূঢ়েনে"তি॥ বি০ ২॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** বরুণের ভৃত্য অসুর বরুণের নিকট নন্দমহারাজকে নিয়ে গেল। এর হেতু—আসুরী বেলায় জলে প্রবেশ করলেন, এতে অজ্ঞানে ঐ অসুর দোষ কল্পনা করল। এখানে 'কল্পনা' বলার কারণ—শ্রীনন্দ শাস্ত্র আজ্ঞা বলেই জলে প্রবেশ করেছেন॥ বি০ ২॥

৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** চুক্রুশুরিত্যর্দ্ধকম্। গোপকা মহারাজস্য তস্য চতুর্দিগ্রক্ষকা জনাঃ॥ তৎক্রোশনং দূরগোঽপি উপ সমীপ এব শ্রুত্বা পিতরং বরুণাহৃতঞ্চ জ্ঞাত্বেতি শেষঃ, তদন্তিকং গতঃ; তত্রৈকমুত্যেন হেতুঃ—বিভুর্ব্যাপক ইতি। স্বানাং গোপজাতিমাত্রাণামভয়প্রদঃ, কিং পুনঃ পিতুরিত্যর্থঃ॥

৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ গোপকাঃ**—মহারাজ নন্দের চতুর্দিক রক্ষার প্রহরী গোপগণ, নন্দকে না দেখে হা কৃষ্ণ হা রাম বলে চিৎকার করতে লাগলেন। **উপশ্রুত্য**—দূরে হলেও যেন নিকট থেকেই ডাক আসছে এইরূপ শুনে এবং পিতাকে বরুণ হরণ করেছে, এরূপ জেনে বরুণের নিকট

৪। প্রাপ্তং বীক্ষ্য হৃষীকেশং লোকপালঃ সপর্য্যয়া।
মহত্যা পূজয়িত্বাহ তদ্দর্শনমহোৎসবঃ॥

৪। **অন্বয়ঃ** লোকপালঃ (বরুণঃ) হৃষীকেশং (শ্রীকৃষ্ণং) প্রাপ্তং বীক্ষ্য নিকটতমাগতং জ্ঞাত্বা ইত্যর্থঃ) তদ্দর্শনমহোৎসবঃ (শ্রীকৃষ্ণ দর্শনেন পরমানন্দপরিপ্লুতঃ সন্) মহত্যা সপর্যয়া (পূজোপকরণেন) পূজয়িত্বা আহ।

৪। **মূলানুবাদঃ** লোকপাল বরুণ সর্বেন্দ্রিয় প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণকে নিজালয়ে আগত দেখে পরমানন্দিত হয়ে বহুবিধ পূজোপকরণের দ্বারা তাঁকে পূজা করত বলতে লাগলেন।

গেলেন কৃষ্ণ। এখানে কৈমুতিক ন্যায়ে হেতু হল, **বিভু**—সর্ব ব্যাপক কৃষ্ণ **স্বনামভয়দঃ**—গোপজাতি মাত্রেরই অভয়প্রদ, পিতার কথা আর বলবার কি আছে, এরূপ অর্থ॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** গোপকাঃ স্নানার্থং রাত্রৌ গতস্য তস্য রক্ষকাঃ। তৎক্রোশনং উপশ্রুত্য তদানীং দূরতঃ পুষ্পশয্যায়াং শয়ানোঽপি উপ নিকট এব শ্রুত্বেতি তস্য সর্ব্বদেশবর্ত্তিত্বাৎ পিতরং বরুণাহৃতং জ্ঞাত্বেতি শেষঃ। তদানীমেব রক্ষকগোপানাং নিকটমেত্য ক্ব মে তাতো নিমমজ্জেতি দৃষ্ট্বা তত্রৈব তটাৎ সঝম্পং নিমজ্য তদন্তিকং বরুণান্তিকং গতঃ। স্বানামভয়দঃ—ততঃ সকাশান্নন্দমানীয় জ্ঞাতীনামভয়ং দাস্যন্নিত্যর্থঃ॥ বি০ ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ গোপকাঃ**—রাত্রস্নানের হেতু সঙ্গে গত নন্দরক্ষক গোপগণ। এই গোপেদের কৃষ্ণরাম বলে যে চিৎকার, তা দূরে পুষ্পশয্যায় শায়িত হলেও কৃষ্ণ **উপশ্রুত্য**—সর্বদেশবর্তী হওয়ায় তাঁদের সমীপবর্তী স্থান থেকেই শুনে বুঝতে পারলেন—পিতাকে বরুণ হরণ করেছে। সঙ্গে সঙ্গেই রক্ষক গোপেদের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় আমার পিতা ডুবে গিয়েছে? তাদের থেকে স্থানটি দেখে নিয়ে সেখানেই তট থেকে ঝাপিয়ে পড়ে ডুবে গিয়ে **তদন্তিকং**—বরুণের নিকট গেলেন। **স্বানামভয়দঃ**—অতঃপর বরুণের নিকট থেকে পিতাকে নিয়ে এসে জ্ঞাতিদের অভয় দান করলেন॥বি০ ৩॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** হৃষীকেশং সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকমতীন্দ্রিয়বৃত্ত্যগোচরমপি প্রাপ্তং বীক্ষ্য নিকটমাগতং জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ। ততশ্চোপব্রজ্যেতি জ্ঞেয়ম্; লোকপাল ইতি—মহাসপর্য্যয়া সামর্থ্যং দ্যোতিতম্, ততস্তদৈব লোকপালত্বং সফলং বৃত্তমিতি চ। তদ্দর্শনেন মহানুৎসব আনন্দো যস্যেতি তাদৃশ-পূজনে হেতুঃ। এতদুক্তং ভবতি—পূর্ব্বং শ্রীভগবতো দুর্জ্জনানুচরে তস্মিন্ ক্রোধ এব জাতঃ, সঙ্গত্য তু তং সভয়তায়ামপি নাতিব্যগ্রং সদণ্ডবন্নতিতয়োপব্রজন্তং চ দৃষ্ট্বা নিশ্চিতস্বাভীষ্টলব্ধিতয়া তস্য তত্র ক্ষমাবলিত-দৃষ্টির্জাতা; ততশ্চ তস্য তদ্দর্শনমহোৎসবো জাতঃ, ততশ্চ স্তুতিপূজাদিকং তেনারব্ধমিতি॥ জী০ ৫॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ হৃষীকেশং**—সর্ব-ইন্দ্রিয় প্রবর্তক, এইরূপে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি অগোচর হয়েও **প্রাপ্তং বীক্ষ্য**—নিকটে আগত জেনে, এরূপ অর্থ। জেনেই অমনি বরুণ উঠে

শ্রীবরুণ উবাচ।

৫। অদ্য মে নিভৃতো দেহোঽদ্যৈবার্থোঽধিগতঃ প্রভো।
ত্বৎপাদভাজো ভগবন্নবাপুঃ পারমধ্বনঃ॥

৫। অন্বয়ঃ শ্রীবরুণ উবাচ—প্রভো! অদ্য মে (মম) দেহঃ নিভৃতঃ (দেহ সফলতাপ্রাপ্তঃ) অদ্য এব অর্থঃ অধিগতঃ (অদ্য মম পরমপুরুষার্থঃ সম্যগ্‌লব্ধম্) [যতঃ] ভগবন্! ত্বৎপাদভাজঃ (ত্বচ্চরণ কমলং প্রাপ্তবন্ত এব) অধ্বনঃ পারং (সংসারপদব্যাঃ শেষ সীমানং) অবাপুঃ (প্রাপ্তবন্তঃ)।

৫। মূলানুবাদঃ শ্রীবরুণদেব বলছেন—হে জগদীশ্বর! পুনঃ পুনঃ দেহধারণের ফল অদ্যই আমার সম্যক্ লব্ধ হল। অর্থ যে কি তা আজই জানলাম। হে ভগবন্! আপনার শ্রীচরণযুগল ভজনকারী জনই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হয়ে থাকে। আমি কিন্তু এতাদৃশ দর্শন অনায়াসে পেয়ে গেলাম, অহো আমার ভাগ্য!

কৃষ্ণের নিকট গেলেন, এরূপ বুঝতে হবে। **লোকপালঃ**—এইপদে মহাপূজায় তাঁর সামর্থ্য প্রকাশিত হল—অতঃপর কৃষ্ণের আগমন হেতু তখনই তাঁর লোকপালত্ব সফলতা লাভ করল। **তদ্দর্শন মহোৎসবঃ**—কৃষ্ণ দর্শনে মহা 'উৎসব' আনন্দ প্রাপ্ত (বরুণ)। ইহাই তাদৃশ পূজায় হেতু। এ বলাও হয়েছে, যথা—

—পূর্বে দুর্জন-অনুচরের প্রভু বরুণের প্রতি কৃষ্ণের ক্রোধই হয়েছিল—মিলিত হওয়ার পর ভয়ে ভয়ে থাকলেও নাতিব্যগ্র, দণ্ডবৎ প্রণতি করতে করতে নিকটে আগত তাঁকে দেখে কৃষ্ণ নিশ্চিত হলেন, যে তার নিজ অভীষ্ট প্রাপ্তি হয়েই গিয়েছে, সুতরাং বরুণের উপরে তাঁর ক্ষমা বলিত দৃষ্টি জাত হল। অতঃপর বরুণের কৃষ্ণ দর্শনে মহানন্দ জাত হল। অতঃপর বরুণ স্তুতিপূজাদি করতে আরম্ভ করলেন॥ জী০ ৪॥

৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ প্রভো হে জগদীশ্বর ইতি পরমদৌর্লভ্যাদিকমুক্তম্। অবাপুঃ অবহেলনেন লেভিরে। অন্যত্তৈঃ। তত্র পূর্ণমনোরথ ইতি পক্ষে—মে মমেতি পূর্ণো মনোরথো যত্রেতি চ ব্যাখ্যেয়ম্। যদ্যপি পূর্ব্বস্য হেতুবাক্যমুত্তরার্দ্ধং, তথাপ্যস্যার্থস্যাপি লাভাদিত্যভিপ্রায়েণাহ—কিঞ্চ, সংসারোঽপীতি। যদ্বা, নিতরাং ভৃতঃ মুহুর্দেহধারণস্য ফলমদ্যৈব সম্যগ্লব্ধমিত্যর্থঃ। কুতঃ? অর্থঃ পরমবিচারেণার্থো নাম যঃ, সোঽদ্যৈব ময়া প্রাপ্তঃ; তত্র হেতুঃ—ত্বৎপাদভাজস্ত্বচ্চরণকমলং প্রাপ্তবন্ত এবাধ্বনঃ প্রাপ্য পরম্পরয়া অন্তম্ অব সমন্তাদাপুরিতি। তদৈব স্বয়ং ভগবত্ত্বাদিতি ভাবঃ॥ জী০ ৬॥

৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ প্রভো—হে জগদীশ্বর, এই পদে কৃষ্ণের পরম দৌলর্ভ্য প্রভৃতি উক্ত হল। **অবাপুঃ**—অবহেলায় পেয়ে যায়। [শ্রীধর—**অদ্য**—ইদানীং **মে**—আমার দ্বারা দেহ **নিভৃত ধৃতঃ**—যদা আপনার দর্শন হল, তখনই দেহ সাফল্য পেলাম, এরূপ অর্থ। অথবা, 'নিভৃতঃ' আমি পূর্ণমনোরথ বিশিষ্ট দেহধারী হলাম। আরও, **অদ্যৈবার্থোঽধিগতঃ**—আমি সর্বরত্নাকর পতি হলেও এর পূর্বে এরূপ পরম ধন কোন দিন প্রাপ্ত হই নি। আরও, সংসারও নিবৃত্ত হয়ে গেল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে **ত্বৎপাদভাজ ইতি**—আপনার পাদপদ্ম সেবীগণ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হয়। **অধ্বনঃ পারং**—মোক্ষ।] এই টীকায় 'নিভৃতঃ' অর্থ পূর্ণমনোরথ করা হয়েছে—এই অর্থ

৬। নমস্তুভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।
ন যত্র শ্রূয়তে মায়া লোকসৃষ্টিবিকল্পনা॥

৬। অন্বয়ঃ যত্র লোকসৃষ্টিবিকল্পনা (লোক সৃষ্টিবিধাত্রী) মায়া ন শ্রূয়তে [ত্বয়ি] অবিদ্যমানেব তিষ্ঠতি, [তস্মৈ] ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ভগবতে তুভ্যং নমঃ।

৬। মূলানুবাদঃ আপনি স্বরূপ-ঐশ্বর্য-মাধুর্যপূর্ণ তত্ত্ব, সর্বান্তর্যামী, ব্যাপক নির্বিশেষ স্বরূপ। লোকসৃষ্টিকারিণী মায়া আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না—আপনাকে প্রণাম।

ধরে ব্যাখ্যা **মে**—আমার 'নিভৃতঃ' পূর্ণ মনোরথ যেখানে—যদ্যপি প্রথম চরণের হেতু-বাক্য পরের চরণ, তথাপি এই অর্থেরও লাভ হয়—এই অভিপ্রায়ে বলা হচ্ছে—আরও সংসারও নিবৃত্ত। অথবা, **নিভৃতঃ**—'নি' অত্যন্ত অর্থাৎ বার বার 'ভৃতঃ' দেহধারণের ফল অদ্যই সম্যক্ লব্ধ, এরূপ অর্থ কি করে ? **অর্থঃ**—পরম বিচারে যাকে অর্থ বলা হয় সেই আপনার চরণ অদ্য আমি অবহেলায় পেয়ে গেলাম। এখানে হেতু—আপনার পাদপদ্মসেবীজন আপনার চরণকমল লাভ করে। যে পাদপদ্ম-ভজন মার্গ লাভ করে সে পরম্পরায় এই পথের **পারম্**—শেষ প্রান্ত **অবাপুঃ**—'অব' সর্বতোভাবে লাভ করে তখনই, কারণ **ভগবন্**—আপনি যে স্বয়ং ভগবান্॥ **জী০ ৫॥**

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অদ্য নিতরাং ভৃতো ধৃতঃ এতাবদ্দিনপর্য্যন্তং সহস্রশো দেহা বৃথৈব ধৃতা ত্বদ্দর্শনলাভাভাবাদিতি ভাবঃ। অর্থোঽপ্যদৈন্যবাধিগতঃ। সর্ব্বরত্নাকরপতিনাপি ইতঃপূর্ব্বং নৈবম্বিধোঽর্থঃ প্রাপ্ত ইতি ভাবঃ। ত্বৎপাদৌ ভজন্ত এবাধ্বনঃ সংসারস্য পারমবাপুঃ। অহন্ত্বেতাদৃশং দর্শনমপি প্রাপ্ত ইত্যহো মদ্ভাগ্যস্য পরাকাষ্ঠেতি ভাবঃ॥ **বি০ ৫॥**

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অদ্য **নিভৃতঃ**—'নি' সফল দেহ 'ভৃতঃ' ধারণ হয়েছে। এতাবৎ দিন পর্যন্ত সহস্র সহস্র দেহ বৃথাই ধারণ করেছি, কারণ সে সব জন্মে আপনার দর্শন লাভ হয় নি,এরূপ ভাব। **অর্থঃ**—অর্থ যে কি, তা আজই জানলাম—সর্বরত্নপতি হয়েও এর পূর্বে এরূপ অর্থ প্রাপ্ত হই নি, এরূপ ভাব। আপনার শ্রীচরণযুগল ভজনকারী জনই **অধ্বনঃ**—সংসারের পার পেয়ে থাকে। আমি কিন্তু এতাদৃশ দর্শন অনায়াসে পেয়ে গেলাম—অহো, আমার ভাগ্য॥ **বি০ ৬॥**

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অতস্তন্মাহাত্ম্যং ভক্ত্যা প্রণমতি—নম ইতি। ভগবতে পূর্ণষড়্গুণৈশ্বর্য্যেণ স্বলোকাদৌ বিরাজমানায় পরমাত্মনে সর্ব্বান্তর্যামিরূপায়, ব্রহ্মণে ক্বচিদধিকারিণি অপ্রকাশিততত্তচ্ছক্তয়ে, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' (শ্রীতৈ০ ২।১।২) ইত্যেবং কেবলং প্রকাশমানায়, ন চ মায়য়া তত্তদ্রূপত্বমিত্যাহ—ন যত্রেতি। তত্র হেতুমাহ—লোকেতি। জীবানামেবং সৃষ্টিং বিবিধতয়া কল্পয়িতুং শক্নোতি, ন চেশ্বরে ত্বয়ি প্রভবতীত্যর্থঃ। এবঞ্চেশ্বর্য্য-রূপ-গুণাদিভেদ-বিকল্পিকা স্বরূপশক্তিরন্যাস্তীতি **দর্শিতম্**। অতএব, তাদৃশস্য তব নিজগৃহাভ্যন্তর এব সন্দর্শনেনাদ্য পরমকৃতার্থোঽস্মীতি তাৎপর্য্যম্॥ **জী০ ৭॥**

৭। অজানতা মামকেন মূঢ়েনাকার্য্যবেদিনা।
আনিতোঽয়ং তব পিতা তৎপ্রভো ক্ষন্তুমর্হতি॥

৭। অন্বয়ঃ প্রভো! অকার্য্যবেদিনা (বিবেক শূন্যেন) মূঢ়েন অজানতা মামকেন (মদ্‌ভৃত্যেন) অয়ং তব পিতা আনীতঃ তৎ (তস্মাৎ) [মম অপরাধং] ক্ষন্তুমর্হসি।

৭। মূলানুবাদঃ কর্তব্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ মূঢ় আমার ভৃত্য না-জেনে আপনার পিতাকে এখানে নিয়ে এসেছে। হে দয়াল প্রভো! আপনি অন্যায় কার্য ক্ষমা করুন।

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অতঃপর কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণন করতে করতে ভক্তির সহিত প্রণাম করছেন—নম ইতি। **ভগবতে**—পূর্ণ ষড়্‌গুণ-ঐশ্বর্যে স্বলোকাদিতে বিরাজমান (আপনাকে প্রণাম)। **পরমাত্মনে**—সর্বান্তর্যামীরূপ (আপনাকে) **ব্রহ্মণে**—ব্রহ্ম, কোনও অধিকারির প্রতি যাঁর সেই সেই শক্তি প্রকাশিত হয় না, সত্য জ্ঞান-অনন্ত রূপে (শ্রীতৈ০ ২।১।২) কেবল প্রকাশমান সেই আপনাকে প্রণাম। সেই সেই রূপত্ব মায়া দ্বারাও হয় নি, এই আশয়ে—ন যত্র ইতি। এ বিষয়ে হেতু বলা হচ্ছে **লোকসৃষ্টি বিকল্পনা** - জীব সমূহের 'সৃষ্টি' বিবিধরূপে সৃজনে সমর্থ, কিন্তু ঈশ্বর আপনার বিষয়ে কোনও শক্তি নেই, এরূপ অর্থ। এইরূপে ঈশ্বর বিষয়ে যে ঐশ্বর্য, রূপ, গুণাদিভেদ—নানা প্রকার সৃজনকারী অন্য স্বরূপশক্তি আছে, তাই বুঝানো হল এখানে। অতএব, তাদৃশ আপনার নিজ গৃহের ভিতরেই সম্যক্‌রূপে দর্শনের দ্বারা পরম কৃতার্থ হলাম, এরূপ তাৎপর্য॥ জী০ ৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ভক্ত্যা জ্ঞানেন যোগেন চ ত্বমেবোপাস্য ইত্যাহ—নম ইতি। মায়া-শাবল্যাদেব তব ভগবত্বাদীত্যাচক্ষাণা ভ্রান্তা এবেত্যাহ,—ন যত্রেতি। লোকসৃষ্টের্বিবিধকল্পনং যতঃ সা॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ভক্তি, জ্ঞান এবং যোগ এই তিন প্রকারেই আপনিই উপাস্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—নম ইতি। মায়ামিশ্রণের দ্বারাই আপনার ভগবান্ ব্রহ্ম ইত্যাদি ভাব, এরূপ যারা বলে তারা ভ্রান্ত, এই আশয়ে—ন যত্র ইতি। **লোক সৃষ্টি**—বিবিধ সৃজন যাঁর থেকে সেই মায়া॥

৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অতো মহাপরাধোঽপি মে ত্বয়া ক্ষন্তুং যুজ্যত এবেত্যাহ—অজ্ঞানতেতি। যতো মূঢ়েন মূর্খেন; নন্বু কথং তর্হি রাত্রিস্নানদোষং জ্ঞাত্বা মৎপিতানীতঃ? তত্রাহ—অকার্য্যং কর্ত্তুমযোগ্যমেব বেদিতুং শীলমস্যেতি তথা তেন; যদ্বা, ত্বৎপিতেত্যজানতা; কিঞ্চ, মূঢ়েন ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞান-হীনেন চেত্যর্থঃ। ন কেবলং মূঢ়েন পরমদুর্ব্বুদ্ধিনা চেত্যাহ—অকার্য্যেতি, অকার্য্যমসৎকার্য্যম্। অয়মিতি—স্বগৃহে রক্ষিতমঞ্জলিপ্রসারণয়া নিকটমেব তং নির্দ্দিশতি। স্বগৃহ এব রক্ষিতত্বে হেতুঃ—তব পিতেতি। যদুক্তং দ্বিতীয়ে (৭।৩১)—'নন্দঞ্চ মোক্ষ্যতি ভয়াৎ বরুণস্য পাশাৎ' ইতি। অত্র চ পাশাদ্‌যদ্ভয়ং, তস্মাদ্বি-মোক্ষ্যতি, ন তু পাশাদিতি পাশসম্বন্ধো নিরস্তঃ; তৎ—আনয়নাগঃ। নন্বু মহাপরাধোঽয়ং ক্ষন্তব্যো ন স্যাত্তত্রাহ—প্রভো হে পরমসমর্থ! ত্বয়া সোঽপি ক্ষন্তুং শক্যত ইতি ভাবঃ; যদ্বা, হে অস্মৎস্বামিন্, অতো দাসানামস্মাকমপরাধঃ সর্ব্ব এব ত্বয়া ক্ষন্তুং যুজ্যত এবেতি ভাবঃ। তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতীতি ক্বচিৎ পাঠঃ॥

৭। শ্রীজীব বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অতএব আমার এই মহাপরাধও আপনি কৃপা করে ক্ষমা করে দিতে পারেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, অজানতা ইতি। যেহেতু **অজানতা**—না জেনে, **মূঢ়েন** মূঢ় এক ভৃত্যের দ্বারা (আনীত)। আচ্ছা কি করে তা হলে রাত্রিস্নান দোষের বুঝে পিতাকে নিয়ে এল ? এরই উত্তরে, **অকার্য্য বেদিনা**—ঐ সময়ে স্নান করা যে দোষের, তা জানাই স্বভাব যার, **সেই** ভৃত্য (নিয়ে এল); অথবা, ইনি যে আপনার পিতা তা 'অজানতা' না জেনে (নিয়ে এল)। আরও, 'মূঢ়েন' ভগবৎধর্ম হীনও বটে। সে যে কেবল মূঢ় তাই নয়, পরম দুর্বুদ্ধিও সে, এই আশয়ে, অকার্য ইতি। **অকার্যম্**—অসৎকার্য। **অয়ং**—এই যে (আপনার পিতা), এরূপে স্বগৃহে রক্ষিত তাঁকে অঞ্জলি বিস্তার করে নিকটেই ইঙ্গিতে দেখালেন। নিজ গৃহে রাখার হেতু, ইনি যে আপনার পিতা। যা ভাগবতের (২।৭।৩১) শ্লোকে বলা আছে, যথা—"শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে বরুণ-পাশের ভয় থেকে মোচন করলেন।" এখানে পাশ থেকে যে ভয়, সেই ভয় থেকেই মোচন করলেন, পাশ থেকে নয়, এইরূপে নন্দকে পাশ দিয়ে বেঁধেছিল, এরূপ বিচার নিরস্ত হল। **তৎ**—নন্দকে ধরে আনা রূপ অপরাধ। প্রভো! হে পরম সমর্থ! আপনি তাও ক্ষমা করতে সমর্থ, এরূপ ভাব। অথবা, হে আমাদের স্বামী! অতএব এই দাস আমাদের অপরাধ সকলই আপনি ক্ষমা করতে যোগ্য, এরূপ ভাব। 'তদ্ভবান্' ক্ষন্তুম ইতি' এরূপ পাঠ কোথাও দেখা যায়॥ জী॰ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কিং ভো মামেবং স্তুবন্ লজ্জসে সত্যং মহাপরাধো মে জাত এবেত্যাহ, —অজানতা দ্বাদশ্যা অল্পত্বে অরুণোদয়াৎ পূর্ব্বমপি জলে প্রবেষ্টব্যমিতি ভক্তিশাস্ত্রাভিজ্ঞেন। মামকেনেতি ভৃত্যাপরাধেন মমৈবাপরাধ ইতি ভাবঃ। অতএব মূঢ়েন অকার্য্যবেদিনা মম ভৃত্যোঽপি মৎকার্য্যং ন জানাতীত্যর্থঃ। তব পিতা আনীতঃ অয়মিতি রত্নচতুষ্কিকামধ্যাসীনং স্বেন পূজিতং স্বেষ্টদেবস্মরণরতং শ্রীনন্দং স্বাঞ্জলিনা দর্শয়তি, ক্ষন্তুমর্হসীতি। তব ক্ষমাসিন্ধুত্বাৎ মমত্বপরাধসিন্ধুত্বাৎ দণ্ডয়িষ্যসি চেৎ যথেষ্টং দণ্ডয়েতি ভাবঃ॥ বি॰ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ এইরূপ স্তব করে আমাকে কি লজ্জা দিচ্ছ ? এরই উত্তরে—সত্যই আমার মহাপরাধ হয়েছে, এই আশয়ে বরুণদেব বলছেন—অজানতা ইতি। দ্বাদশীর অল্প সময় স্থিতি হলে অরুণোদয়ের পূর্বেই জলে প্রবেশের বিধি ভক্তিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ মহাদেবের দ্বারাই দেওয়া আছে, এ কথা না জেনে **মামকেন**—আমার এক ভৃত্য আপনার পিতাকে নিয়ে এসে মহাপরাধ করেছে—ভৃত্যের অপরাধে আমার অপরাধ হয়েছে, এরূপ ভাব। অতএব এ মূঢ় **অ+কার্যবেদি**—আমার ভৃত্য হলেও আমার কার্য জানে না, এরূপ অর্থ। আমার ভৃত্যের দ্বারা আনীত আপনার পিতা এই যে রয়েছেন—এইরূপে নিজ অঞ্জলির দ্বারা দেখালেন—রত্ন খাটের উপর উপবিষ্ট, বরুণের নিজের দ্বারা পূজিত, নিজেও ইষ্টদেবের স্মরণরত নন্দমহারাজকে। **ক্ষন্তুমর্হসি ইতি**—আপনি ক্ষমাসিন্ধু হওয়া হেতু, আর আমি অপরাধসিন্ধু হওয়া হেতু যদি দণ্ড করতে চান, তবে যথেষ্ট দণ্ড করুন, এরূপ ভাব॥ বি॰ ৭॥

৮। মমাপ্যনুগ্রহং কৃষ্ণ কর্ত্তুমর্হস্যশেষদৃক্।
গোবিন্দ নীয়তামেষ পিতা তে পিতৃবৎসল॥

শ্রীশুক উবাচ।

৯। এবং প্রসাদিতঃ কৃষ্ণো ভগবানখিলেশ্বরঃ।
আদায়াগাৎ স্বপিতরং বন্ধূনাঞ্চাবহন্ মুদম্॥

৮। অন্বয়ঃ [হে] অশেষদৃক্ (সর্ব্বদর্শিন্) কৃষ্ণ! মম অপি অনুগ্রহং কর্ত্তুম্ অর্হসি। পিতৃবৎসল গোবিন্দ! এষঃ তে পিতা নীয়তাম্।

৯। অন্বয়ঃ শ্রীশুকঃ উবাচ—এবং প্রসাদিতঃ ঈশ্বরেশ্বরঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ বন্ধূনাম্ চ মুদম্ (আনন্দং আবহন্ (জনয়ন্) স্বপিতরং আদায় গৃহম্ আগাৎ।

৮। মূলানুবাদঃ হে সর্বদর্শি, পিতৃবৎসল গোবিন্দ! হে কৃষ্ণ আপনি আমার প্রতিও কৃপা করুন। এই যে আপনার পিতা, নিয়ে যান।

৯। মূলানুবাদঃ শ্রীশুকদেব বললেন—অখিলের প্রবর্তক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বরুণের এইরূপ ব্যাবহারাদিতে প্রসন্ন হয়ে আত্মীয় গোপগণকে আনন্দ দান করতে করতে পিতাকে নিয়ে নিজ গৃহে আগমন করলেন।

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ততশ্চ তদেব গৃহমানীয় তং দর্শয়ন্নাহ--গোবিন্দেত্যর্দ্ধকেন। তত্র গোবিন্দেতি—মহাপরাধীনাপীন্দ্রেণ কৃতস্য গোবিন্দতয়াভিষেকস্য স্বীকারেণ পরমকারুণাদিকং সূচিতম্। হে পিতৃবৎসলেতি পিতাপুত্রৌ তোষয়তি; তথা বয়মেতজ্জানীম এব, স্বগৃহে পরমীদৃশভাগধেয়াকাঙ্ক্ষয়ৈব তাবন্তং ক্ষণং রক্ষিত আসীদিতি চ ব্যঞ্জয়তি॥ জী০ ৯॥

৮ শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অতঃপর সেই নির্দিষ্ট গৃহে এনে নন্দমহারাজকে দেখিয়ে বললেন—হে গোবিন্দ আপনি আমার প্রতিও কৃপা করবেন। **গোবিন্দ**—মহাপরাধী হলেও ইন্দ্রকৃত গোবিন্দরূপে অভিষেকের স্বীকারে পরমকারুণ্যাদি সূচিতই হয়ে আছে। **হে পিতৃবৎসল**—এই সম্বোধনে পিতা পুত্র দুজনকেই সন্তুষ্ট করলেন।—আপনি যে পিতার সন্ধানে এখানে আসবেন, তা আমরা জানতামই, তাই নিজগৃহে ঈদৃশ পরম অদৃষ্ট আকাঙ্ক্ষাতেই এতক্ষণ পর্যন্ত আপনার পিতাকে এখানে রেখেছি, এরূপ ভাব প্রকাশ পেল এই সম্বোধনে॥ জী০ ৮॥

৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ এবমুক্তপ্রকারেণ ব্যবহারেণ বচনেন ব্যবসায়েন চ। নন্বেতাবন্মহাপরাধে তাবন্মাত্রেণৈব কথং প্রসন্নোঽভূৎ? তত্রাহ—'ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ, তত্ত্বতস্তদ্দোষো নাস্তি' ইতি বিজ্ঞানাদেবেতি ভাবঃ। ভগবত্ত্বে হেতুঃ—অখিলানামীশ্বরঃ প্রবর্ত্তকঃ। ঈশ্বরেশ্বর ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ।

১০। নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ম্।
কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতোঽব্রবীৎ ॥

১০। অন্বয় ঃ নন্দঃ তু অতীন্দ্রিয়ং (অতিচমৎকারবন্তি ইন্দ্রিয়াণি যতস্তং) লোকপালমহোদয়ং (বরুণস্য মহৈশ্বর্য্যং) কৃষ্ণে চ তেষাং (লোকপালানাং) সন্নতিং (নমস্ক্রিয়াং) দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ [সন্] জ্ঞাতিভ্যঃ অব্রবীৎ।

১০। মূলানুবাদ ঃ নন্দমহারাজ বরুণের অলৌকিক ঐশ্বর্য এবং কৃষ্ণের প্রতি তাঁর নতি স্তুতি দেখে বিস্মিত হয়ে তা জ্ঞাতিগণের নিকট আদোপান্ত বললেন।

৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এবং—উক্ত প্রকার ব্যবহার, বাক্য এবং চেষ্টায় (প্রসন্ন হয়ে)। আচ্ছা, এতাবৎ মহাপরাধে এইটুকু মাত্রেই কি করে প্রসন্ন হলেন ? এরই উত্তরে, **ভগবান্**—সর্বজ্ঞ, 'তত্ত্বতঃ বরুণের কোনও দোষ নেই' এরূপ বুঝতে পেরেই (প্রসন্ন হলেন এইটুকুতেই) সর্বজ্ঞত্বে হেতু—অখিলের 'ঈশ্বর' প্রবর্তক। কোথাও কোথাও 'ঈশ্বরেশ্বর' পাঠও আছে ॥ জী০ ৯ ॥

৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ আগাদিতি সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বমেবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ বি০ ৯ ॥

৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আগাৎ—নিজ গৃহে আগমন করলেন, সূর্যোদয়ের পূর্বেই, এরূপ বুঝতে হবে ॥ বি০ ৯ ॥

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ এবং যদ্গোবিন্দত্বং দর্শিতং, তস্যৈব মহিমদর্শনায় তদাস্পদস্য মহিমানং দর্শয়তি—নন্দস্ত্বিত্যাদিনা। তু-শব্দো ভিন্নোপক্রমে। তেষাং বরুণস্য তল্লোকবাসিনাঞ্চ; বিস্মিত ইতি—কেবলমধুরনরলীলাবেশাদিতি সিদ্ধান্তিতমেব। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমৈব হি সর্ব্বোৎকর্ষহেতুঃ, ন সম্পদাদয় ইতি। তদপেক্ষা চেত্তেঽপি হি দর্শয়িষ্যন্ত ইতি ভাবঃ ॥ জী০ ১০ ॥

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে যে গোবিন্দস্বরূপ দেখান হয়েছে, তারই মহিমা দেখানোর জন্য বরুণের সম্পদের মহিমা দেখান হচ্ছে—নন্দস্তু ইত্যাদি দ্বারা (বরুণের ঐশ্বর্য দেখে নন্দও বিস্মিত হলেন।) 'তু' শব্দ ভিন্ন উপক্রমে **তেষাং সন্নতিং**—তাঁদের প্রণতি, 'তেষাং' বরুণের এবং বরুণলোকবাসিদের (প্রণতি)। **বিস্মিত**—বরুণের ঐশ্বর্য দেখে নন্দ বিস্মিত হলেন, কেবল মধুর লীলা আবেশ হেতু, এইরূপ সিদ্ধান্তই করতে হবে—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমই সর্বোৎকর্ষের হেতু, সম্পদাদি নয়। সম্পদের অপেক্ষা যদি থাকত তা হলে সেই সম্পদ কি প্রকার তাও দেখান হত, এরূপ ভাব ॥ জী০ ১০ ॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অতীন্দ্রিয়ং অতিচমৎকারবন্তি ইন্দ্রিয়াণি যতস্তং মহোদয়ং মহৈশ্বর্য্যং তেষাং লোকপালানাং অব্রবীদিতি দ্বাদশীমধ্য এব পারণং কৃত্বা আস্তান্যাং উপবেশ্যৈব ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ বি০ ১০ ॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অতীন্দ্রিয়ম্—অলৌকিক, যার সংযোগে ইন্দ্রিয় সকল অতি আশ্চর্যান্বিত হয় সেই **মহোদয়ং**—মহা ঐশ্বর্য। **তেষাং**—তাদের, অর্থাৎ লোকপালদের। **অব্রবীৎ**—বলতে লাগলেন, দ্বাদশী মধ্যেই পারণ করে বিশ্রাম-স্থানে বসে তৎপর বলতে লাগলেন, এরূপ বুঝতে হবে ॥

১১। তে চৌৎসুক্যধিয়ো রাজন্ মত্বা গোপাস্তমীশ্বরম্।
অপি নঃ স্বগতিং সূক্ষ্মামুপাধাস্যদধীশ্বরঃ॥

১১। অন্বয়ঃ [হে] রাজন্! তে গোপাঃ চ তং (কৃষ্ণম্) ঈশ্বরং মত্বা ঔৎসুক্যধিয়ঃ (ঔৎসুক্য-যুক্তা ধীর্যেষাং তে) অধীশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) নঃ (অস্মান্) অপি (নিশ্চিতমেব) সূক্ষ্মাং (মায়াতীতাং ব্রহ্মানন্দরূপাং বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তিরূপাঞ্চ) স্বগতিং উপাধাস্যৎ (অস্মান্ প্রাপয়িষ্যতে)।

১১। মূলানুবাদঃ উৎকণ্ঠা-অভিভূত চিত্ত সেই গোপগণ কৃষ্ণেতে ঈশ্বর বুদ্ধি করত ভাবলেন—আমাদের অধীশ্বর কৃষ্ণ কি আমাদিকে মহা ঐশ্বর্যশালী দুর্জ্ঞেয় গোলোক ধাম প্রাপ্তি করাবেন?

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তে তাদৃশ-তন্নিত্যপরিকরা অপি প্রেমবিশেষেণ গোপাঃ কেবল তদ্বান্ধবগোপত্বাভিমানিনঃ, অত ঔৎসুক্যধিয়ঃ, লোকপালমাত্রস্য তাদৃশং লোকাদিবৈভবমস্য বাস্মদীয়-রূপস্যাপ্যধীশ্বরস্য কীদৃশং স্যাৎ? ইত্যুৎকণ্ঠিতধিয়ঃ, অতঃ স্বগতি-শব্দেনাত্র স্বস্থানমিত্যেব লভ্যতে, ন তু ব্রহ্মাখ্যা। সূক্ষ্মামিত্যনেন চ ন সা প্রোচ্যতে। স্বগতিমিত্যস্যৈব বিশেষণত্বেন প্রতীতেঃ শব্দবুদ্ধিকর্ম্মণাং বিরম্য-ব্যাপারাভাব ইতি ন্যায়বিরোধাদস্যৈব পুনরাবৃত্তিশ্চ ন স্যাদিতি, সূক্ষ্মাং দুর্জ্ঞেয়াং, তদেবমেষাং তাদৃশ-স্বগতিদিদৃক্ষা চ তৎপ্রেম্ণৈব অধীশ্বরতাজ্ঞানেঽপি স্বাভাবিক-পুত্রতাদি-বিজ্ঞানানুপমর্দ্দাৎ॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ তে গোপাঃ—'তে' তাদৃশ নিত্যপরিকর হলেও প্রেমবিশেষে 'গোপাঃ' কেবল কৃষ্ণের বান্ধব গোপত্ব-অভিমানী গোপগণ—অতএব 'ঔৎসুক্যধিয়ঃ' ঔৎসুক্য-গ্রস্ত চিত্ত - লোকপাল মাত্র বরুণের তাদৃশ (বরুণ) লোকাদি বৈভব, তবে এই বরুণের বা এই গোপ আমা-দেরও অধীশ্বর কৃষ্ণের বৈভব না-জানি কিরূপে হবে—এইরূপ উৎকণ্ঠিত বুদ্ধি (গোপগণ)—অতঃপর **স্বগতিং**—এই শব্দে এখানে 'স্বস্থান' অর্থাৎ এই ভৌম বৃন্দাবনেরই অপ্রকট প্রকাশ, যা এখানেই লোকচক্ষুর অদৃশ্য ভাবে অবস্থিত এবং বৈকুণ্ঠের ঊর্ধ্বস্থ গোলোককে বুঝতে হবে, ব্রহ্মাখ্য স্থানকে নয়। পরবর্তী 'সূক্ষ্মা' শব্দটি এই 'স্বগতি' স্বস্থানের বিশেষণ হওয়া হেতু এর অর্থ 'দুর্জ্ঞেয়'। সেই কারণে গোপজনদের তাদৃশ স্বগতি দর্শনেচ্ছাও কৃষ্ণপ্রেমজনিতই—কৃষ্ণের অধীশ্বরতা জ্ঞানেও তাতে যে স্বাভাবিক পুত্র ভাব আদি, তা কখনও-ই দূর না হওয়া হেতু॥ জী০ ১১॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ঔৎসুক্যযুক্তা ধীর্যেষাং তে স্বগতিং স্বোপাসকানাং গতিং সূক্ষ্মাং মায়া-তীতাং ব্রহ্মানন্দরূপাং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিরূপাঞ্চ। উপাধাস্যং উপাধাস্যতি নোপধাস্যতি নোঽস্মান্ প্রাপয়িষ্যতে ভো ব্রজরাজ, ত্বয়ৈব পূর্ব্বং গর্গোক্ত্যা অস্য নারায়ণসাম্যমুক্তং নতু নারায়ণত্বম্। সম্প্রতি তু বরুণস্তত্যা সাক্ষাদ্দৃষ্টয়া যদি নারায়ণত্বমেব নির্দ্ধারয়সি তদা বন্ধূনামস্মাকং সাংসারিকানামপ্যবশ্যমেব মনোরথময়ং পুরয়ি-ষ্যত্যেব যতস্তব পুত্র এব মম ভ্রাতুষ্পুত্রঃ অস্য ভগিনীপুত্রোঽস্য দৌহিত্রঃ পরমেশ্বরোঽয়মস্মিন্নেতে বয়ং স্নিহ্যাম এবায়মপ্যস্মাস্বাসজ্জতি তদ্ভো গোপাঃ পরমেশ্বরাদস্মাৎ স্বস্ববাঞ্ছনীয়ং যথেষ্টং গৃহ্নীতেত্যুক্তে কেচিদাহুর্বয়ং মুক্তা এব বুভূষাম ইত্যন্যে বয়ং বৈকুণ্ঠবাসিন এব বুভূষামেতি পৃথক্ পৃথক্ বিবিধমতয়ো বিবিধসঙ্কল্পবন্তো বভূবুর্নতু

১২। ইতি স্বানাং স ভগবান্ বিজ্ঞায়াখিলদৃক্ স্বয়ম্।
সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়ৈতদচিন্তয়ৎ ॥

১২। অন্বয়ঃ অখিলদৃক্ (সর্ব্বজ্ঞঃ) সঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বানাং (ব্রজবাসিগোপানাং) ইতি (এবম্ভূতং সঙ্কল্পং) স্বয়ং বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) তেষাং সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে কৃপয়া এতৎ অচিন্তয়ৎ।

১২। মূলানুবাদঃ সর্বজ্ঞ শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণও নিজে নিজেই জ্ঞাতি গোপেদের মনোভাব জেনে কৃপাপূর্বক তাদের সঙ্কল্প পূরণের জন্য এইরূপ চিন্তা করতে লাগলেন।

"যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ"ইতি "তত্তে গতোঽস্ম্যরণমদ্য পদারবিন্দ"মিতি "সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্ত"মিত্যাদ্যুক্তিমন্তো বসুদেবার্জ্জুনাদয় ইব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানোপরাগাৎ স্বসম্বন্ধশৈথিল্যবন্তো বভূবুরিত্যর্থঃ ॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ঔৎসুক্যধিয়ো—ঔৎসুক্যযুক্ত বুদ্ধি যাঁদের **তে গোপাঃ**—সেই গোপগণ **স্বগতিং**—'স্ব' নিজ উপাসকগণের গতি, **সূক্ষ্মাং**—মায়াতীত ব্রহ্মানন্দরূপা এবং বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি রূপা **নঃ উপাধাস্যৎ**—আমাদিকে প্রাপ্তি করাবেন। হে ব্রজরাজ! পূর্বে গর্গোক্তি দ্বারা তুমি এর নায়ায়ণ সাম্যই বলেছিলে; এ যে নারায়ণ, তাতো বল নি। সম্প্রতি কিন্তু সাক্ষাৎ দৃষ্ট বরুণ স্তুতি হেতু যদি একে নারায়ণ বলে নির্দ্ধারিত কর, তা হলেও সাংসারিক বন্ধু আমাদের মনোভিলাষ ইনি পূরণ করবেন, কারণ তোমার পুত্র, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, এর ভগিনীপুত্র, এর দৌহিত্র ইনি পরমেশ্বরই। এর প্রতি আমরা স্নেহই করে থাকি, এও আমাদের প্রতি আসক্তি করে থাকে। অতএব হে গোপগণ! এই পরমেশ্বর থেকে নিজ নিজ বাঞ্ছনীয় বস্তু যথেচ্ছ গ্রহণ কর—এইরূপ বললে, অপর কোন একজন বললেন, আমরা মুক্ত হব; অন্য কেউ বললেন – আমরা বৈকুণ্ঠবাসী হব—এইরূপে বিবিধ মতি গোপেরা বিবিধ সঙ্কল্পবন্ত হলেন। কিন্তু ঐশ্বর্যজ্ঞানরূপ রঞ্জন হেতু নিজ সম্বন্ধ শৈথিল্য প্রাপ্ত হল না তাঁদের বসুদেব-অর্জুনাদির মতো—যা এঁদের বাক্যেই প্রকাশিত, যথা—শ্রীবসুদেবের বাক্য—'তোমরা দুজন আমাদের সুত নও, তোমরা সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষেশ্বর'—'আজ আমি পদারবিন্দে শরণ নিচ্ছি'। অর্জুনের উক্তি—'তোমাকে সখা মনে করে সজোরে যা কিছু বলেছি, তা ক্ষমা করে দেও'। ইত্যাদি ॥ বি০ ১১ ॥

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ স্বানাং জ্ঞাতীনাম্, 'স্বমজ্ঞাতিধনাখ্যাম্' ইতি শব্দস্মৃতেঃ। ইতি শ্রীকৃষ্ণস্য তথৈব তৎপ্রেমময়াভিমানং দর্শয়তি—স ব্রজনাখিল-মনোরথ-পরিপূরণে ব্যগ্রঃ। স্বয়মিতি তৈর্লজ্জাদিনা সাক্ষাদবিজ্ঞাপিতমপি স্বয়মেব বিজ্ঞায় ॥ জী০ ১২ ॥

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ স্বানাং- জ্ঞাতিদের [স্ব, জ্ঞাতি, ধন ইতি শব্দস্মৃতি]। **ইতি**—এইরূপে গোপগণের উপর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় অভিমান দেখানো হচ্ছে, **স ভগবান্**—ব্রজজনের অখিল মনোরথ পরিপূরণে ব্যগ্র কৃষ্ণ। **স্বয়ম্ বিজ্ঞায়**—নিজে নিজেই জেনে—গোপগণ লজ্জাদি হেতু সাক্ষাৎ তাদের মনের কথা না বললেও॥ জী০ ১২ ॥

১৩। জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ।
উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্॥

১৩। অন্বয়ঃ এতস্মিন্ লোকে জনঃ বৈ (নূনং) অবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ উচ্চাবচাসু গতিষু (দেব-তির্য্যকাদয়ঃ গতিষু) ভ্রমন্ স্বাং গতিং ন বেদ (জানাতি)।

১৩। মূলানুবাদঃ ব্রজবাসি মদীয় স্বজনেরা এই ভৌম মাধুর্যময় বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হয়ে আমার লীলা আবেশ হেতু অন্য অনুসন্ধান রহিত হয়ে গিয়েছে। আমার বিষয়ে বিচিত্র মনোরথে ও মদীয় আনুকূল্যময় কর্মে তন্ময় হয়ে গিয়েছে—এইরূপে নানাবিধ প্রেমবেগে নিজেদের অনাদিসিদ্ধ পরম গোলোকাদি ঐশ্বর্যময় ধাম বিস্মৃতির ফলে তা বুঝে উঠতে পারছে না।

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ইত্যেবম্ভূতং স্বানাং জ্ঞাতীনাং সঙ্কল্পং বিজ্ঞায় স্বয়ন্তু অখিলং ব্রহ্মানুভব-সুখং বৈকুণ্ঠবাসসুখং ব্রজভূমিপ্রেমসুখঞ্চ পশ্যতি জানাতীত্যখিলদৃক্। স্বপরিকরপ্রেমতারতম্যেন তৎসান্নিধ্য ঐশ্বর্য্যাবরণতারতম্যবত্ত্বেইপি তদানীং লীলাশক্তিপ্রেরণবশাদেব সম্পূর্ণসর্ব্বজ্ঞত্বোদয়াৎ। গোপানাং তেষান্তু তৎপ্রেমমাধুর্য্যকণিকয়াপি ব্রহ্মসুখ বৈকুণ্ঠসুখয়োর্নিচীনীকৃতত্বেইপি তেষাং নরলীলত্বেন মুগ্ধানাং সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তৎসঙ্কল্পিতং ব্রহ্মসুখং বৈকুণ্ঠসুখঞ্চ তাননুভাবয়িষ্যন্নিদমচিন্তয়ৎ॥ বি০ ১২॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ইতি**—এইরূপ **স্বানাং**—জ্ঞাতিদের সঙ্কল্প জেনে **অখিলদৃক্ স্বয়ম্**—নিজে কিন্তু 'অখিলং' ব্রহ্মানুভব সুখ, বৈকুণ্ঠবাস সুখ এবং ব্রজভূমি-প্রেমসুখ 'দৃক্' জানেন, তাই অখিল দৃক্,—স্বপরিকরের প্রেম তারতম্যে তাদের সান্নিধ্যে ঐশ্বর্যের আবরণ তারতম্য হয়ে থাকে, এরূপ হলেও তদানীং লীলাশক্তির প্রেরণাবশেই **সম্পূর্ণ** সর্বজ্ঞতার উদয় হল, তাই বলা হল—অখিল দৃক্। সেই গোপেদের কৃষ্ণপ্রেম মাধুর্যকণিকা দ্বারাই ব্রহ্মসুখ ও বৈকুণ্ঠসুখ তুচ্ছ হয়ে গেলেও নরলীলতা হেতু সেই মুগ্ধদের সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য তাদের মনোকল্পিত ব্রহ্মসুখ ও বৈকুণ্ঠসুখ তাদিকে অনুভব করিয়ে দিব, এরূপ কৃষ্ণ চিন্তা করলেন॥ বি০ ১২॥

১৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** জন ইত্যত্র স্বাং স্বীয়াং গতিং স্বরূপমিত্যুচ্যতে চেৎ পূর্ব্বোক্ত-স্বগতিমিত্যস্যানুবাদো ন স্যাৎ, স্বস্বরূপং জ্ঞানমিতি পক্ষে চ স্ব-শব্দেনাত্র নাত্মোচ্যতে, তত্র তস্য নপুংসকত্বাৎ গতি শব্দেন জ্ঞানং নোচ্যতে, বেদেত্যনেন পৌনরুক্ত্যাৎ। তদ্বাচকত্বে হি স্বং ন বেদেত্যেবাচক্ষ্যত। সংকল্প-সিদ্ধয়ে তেষামিত্যুক্তাচ্চ ন তদর্থতা ঘটতে। 'নন্দস্তুতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা' (শ্রীভা০ ১০।২৮।১১) ইত্যত্র হি তেষাং লোকপালস্য লোকাদিমহোদয়স্য, তথাপি কৃষ্ণে সন্নতেশ্চ শ্রবণেন তল্লোকাদিমহোদয়দর্শনস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। স্বগতিং সূক্ষ্মামিত্যত্র চ দ্বয়োঃ সামানাধিকরণ্যমেবাবগম্যতে। সূক্ষ্মাং দুর্জ্ঞেয়াম্। তস্মাজ্জন শব্দেনাপি ন প্রাকৃতজন উচ্যতে, তেষাং সংসার এব গতির্ন তল্লোকাদিরিতি। যদি চ স এবোচ্যতে, তর্হি সর্ব্বস্যাপি তস্য তথা কৃপাপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ, কিন্তু তচ্ছব্দেন তদীয়-স্বজন এব উচ্যতে। 'সালোক্যসার্ষ্টি'-ইত্যাদি-পদ্যে জনা ইতিবৎ। অত্র তু প্রস্তাব-বলাৎ ব্রজবাসিজন এবোচ্যতে, তস্য হি তদীয়-পরমস্বজনত্বং

স্বয়মেব শ্রীভগবতা ভাবিতম্, 'তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্। গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ॥' (শ্রীভা০ ১০।২৫।১৮) ইতি। উক্তে চ তদীয়-স্বজনে তস্যা বিদ্যাদিময়োচ্চাবচগতেঃ সিদ্ধান্তাসিদ্ধত্বাৎ প্রস্তুতত্বয়মেবার্থঃ—জনো ব্রজবাসিলক্ষণো মদীয়-স্বজনসমূহোঽয়মবিদ্যাদিভির্হেতুভির্যা উচ্চাবচা গতয়ো দেব-তির্য্যগাদয়স্তাস্বভিব্যক্তত্বেন স্বাং গতিং ভ্রমন্ তন্নির্ব্বিশেষতয়া জানন্ তামেব স্বাং গতিং ন বেদ, ন জানাত্যহো কষ্টমিতি; মন্মাধুর্য্যাবেশেন জ্ঞানাংশাবরণাদিতি ভাবঃ; যদ্বা, জনো ব্রজবাসি মদীয়কস্বজনোঽয়ম্ এতস্মিন্ সম্প্রতি স্বাবতারাঙ্গীকৃতে লোকে প্রাপঞ্চিকে অবিদ্যা মল্লীলাবেশাদন্যানানুসন্ধানম্; কামঃ—মদ্বিষয়-বিচিত্রমনোরথঃ; কর্ম্ম—মদীয়ানুকূল্যময়ক্রিয়া 'নাবিন্দন্ ভববেদনাম্' (শ্রীভা০ ১০।১১।৫৮) 'যদ্ধামার্থসুহৃৎ' (শ্রীভা০ ১০।১৪।৩৫) ইত্যাদি-দর্শনাৎ। তৈরুচ্চাবচাসু নানাবিধাসু গতিষু প্রেমজবেষু স্বাং গতিম্ অনাদিসিদ্ধাং পরমগোলোকাদিবৈভবরূপাং ভ্রমন্ বিস্মরন্ তামেব স্বাং গতিং ন বেদ, ন জানাতীত্যর্থঃ। অবিদ্যাদি শব্দেনোপাদানঞ্চ কারুণ্যকৃতানুতাপেনাধিক্ষেপাদেব॥ জী০ ১৩॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ [এই শ্লোকের শ্রীধরকৃত জাগতিক কর্মফলবদ্ধ জীবপর অর্থ খণ্ডন করত ব্রজজনপর অর্থ স্থাপন করছেন শ্রীজীব পাদ]।

'জনো ইতি' শ্লোকের **স্বাং**—নিজের, **গতিং**—স্বরূপ (গতি=স্বরূপ, জ্ঞান) এরূপ অর্থ করলে পূর্বের ১১ শ্লোকের **স্বগতিং**—পদের অনুবাদের সহিত সঙ্গতি হয় না। 'স্বগতিং' পদের 'স্বরূপজ্ঞান' অর্থেও 'স্ব' শব্দের অর্থ আত্মা করা যাবে না—লিঙ্গ ভেদ হেতু। 'গতি' শব্দে 'জ্ঞান' অর্থ করা যাবে না—মূলে 'বেদ' শব্দ থাকায় পুনরুক্তি দোষ এসে যাওয়া হেতু। ১২ শ্লোকে আছে, কৃষ্ণ গোপেদের গোলোকাদি নিজধাম দেখার সঙ্কল্পের সিদ্ধি দান করবেন—কাজেই অতঃপর ১৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রাকৃত জনপর করলে ১৩ শ্লোকের অপ্রাসঙ্গিকতা দোষ এসে যায়। ১০—১১ শ্লোকে আছে নন্দ বরুণের অলৌকিক ঐশ্বর্য ও বরুণ কৃত কৃষ্ণের সম্মান দেখে বিস্মিত হয়ে গোপেদের তা বলাতে তাঁদের ঐশ্বর্যবুদ্ধি এসে গেল কৃষ্ণে—তাদের মনে 'স্বগতিং সূক্ষ্মাং' অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদি দর্শনের বাসনা উদয় হল—কৃষ্ণ তাদের বাসনা পূরণের চিন্তা করলেন, যথা—১৩ শ্লোক 'জনো বৈ' ইত্যাদি। কাজেই 'জনো' শব্দে এখানে প্রাকৃত জনের কথা বলা হয় নি—তাদের সংসারই গতি, সূক্ষ্মা গতি অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদি ধাম গতি নয়। যদি বা 'প্রাকৃত জনই' বলা হয়, তা হলে তাদের সকলেরই তথা কৃপা প্রাপ্তি প্রসঙ্গ এসে যায়, কিন্তু তা হয় না। তাই এখানে 'জনো' শব্দে তদীয় স্বজনকে বলা হয়েছে—(শ্রীভা০ ৩।২৯।১৩) 'সালোক্য সার্ষ্টি" শ্লোকের 'জনো' শব্দের মত। এখানে তো প্রস্তাব বলে জনো শব্দের অর্থ ব্রজবাসিজন আপনিই এসে যাচ্ছে, তাঁদেরকেই তদীয় স্বজন বলে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভাবেন, যথা—"আমিই যার রক্ষাকর্তা, ঈশ্বর, আমার পাল্য বলে যা স্বীকৃত, সেই ব্রজ আমি নিজ অসাধারণ স্বরূপশক্তি বলে রক্ষা করব। ইহাই আমার নিত্যকালের ব্রত।"—(শ্রীভা০ ১০।২৫।১৮)। এইরূপ বলা থাকা হেতু, তদীয় স্বজনদের কৃষ্ণের দ্বারা অবিদ্যাময় উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম দেওয়া রূপ সিদ্ধান্ত অপ সিদ্ধান্ত হওয়া হেতু প্রস্তুত শ্লোকের অর্থ এরূপ হবে, যথা—

ব্রজবাসি লক্ষণ এই মদীয় স্বজন সমূহ অবিদ্যাদি কারণে উচ্চ-নীচ গতি প্রাপ্ত দেবতা মানুষ পশু-পাখী প্রভৃতির মধ্যে এই প্রাপঞ্চিক লোকে প্রকাশিত হওয়া হেতু নিজেদের গতিকে এই প্রপঞ্চের সহিত নির্বিশেষ ভাবে জেনে 'স্বাং গতিং' স্বকীয় ধাম যে কি তা **ন বেদ**—বুঝতে পারে না, অহো কষ্ট--আমার মাধুর্য আবেশে জ্ঞানাংশ আবরণ হেতু, এরূপ ভাব। অথবা, **জনো**—এই ব্রজবাসী মদীয় স্বজন। **এতস্মিন্** সম্প্রতি যেখানে নিজ অবতার স্বীকার করেছেন, সেই **লোকে**—প্রাপঞ্চিক ব্রজে। **অবিদ্যা**—আমার লীলা-আবেশ হেতু অন্য অনুসন্ধান শূন্যতা রূপ অবিদ্যা, **কাম**—আমার বিষয়ে বিচিত্র মনোরথ। **কর্ম্ম**—মদীয় আনুকূল্যময় ক্রিয়া—এরূপ অর্থ করার কারণ দেখান হচ্ছে—"নন্দাদি গোপগণ কৃষ্ণরামের লীলা কথা আলাপ করতে করতে জাগতিক দুঃখ পর্যন্ত জানতে পারতেন না।"—(শ্রীভা° ১০।১১।৫৮), আরও, "হে কৃষ্ণ! যাঁদের গৃহ-ধন-সুহৃৎ-দেহ-মন-প্রাণ-পুত্র ইত্যাদি প্রিয় বস্তু সব কিছুই আপনার প্রীতির নিমিত্ত, সেই ব্রজবাসিদের ইত্যাদি।"—(শ্রীভা° ১০।১৪।৩৫) ইত্যাদি শ্রীভাগবত বাক্য। সেই গোপগণ **উচ্চাবচাসু**—নানাবিধ **গতিষু**—প্রেমবেগে **স্বাং গতিং**--নিজের ধাম, অনাদিসিদ্ধ পরম গোলোকাদি বৈভবরূপ নিজধাম **ভ্রমন্**—বিস্মৃত হয়ে সেই নিজ ধামকেই **ন বেদ**—বুঝতে পারে না, এরূপ অর্থ। **অবিদ্যাদি**—এই 'অবিদ্যাদি' শব্দকে না-বোঝার নিদানরূপে ধরলেও—এইপদের প্রয়োগ শ্রীশুকদেবের কারুণ্যকৃত অনুতাপে তিরস্কার হেতুই ॥ জী° ১৩ ॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ জনঃ প্রস্তুতত্বান্মৎপিত্রাদি ব্রজবাসী এতস্মিন্ ভূর্লোকে অবিদ্যা আত্মস্বরূপাজ্ঞানং ততঃ কামস্ততঃ কর্ম্ম তত উচ্চাবচাসু গতিষু বরুণাদিদেবলোকগতসুখৈশ্বর্য্যময়ীষু ভূর্লোকগতমনুষ্যতির্য্যগাদিদুঃখানৈশ্বর্য্যময়ীষু চ দৃষ্টাষু ভ্রমন্ নরলীলত্বাদেব স্বেষাং সাংসারিকত্ববুদ্ধ্যা ভ্রমং প্রাপ্নুবন্ স্বাং গতিং সর্ব্বৈরপি দুর্ল্লভাং বর্ত্তমানাং স্বপদবীং ন বেদ। যদয়ং মৎপিতা বরুণলোকং গতস্তত্রত্যাং মায়িকীমেব সম্পদং দৃষ্ট্বা নিখিলবৈকুণ্ঠসারমপি বৃন্দাবনং তস্মাদপি ন্যূনং মন্যতে। যথা মুগ্ধঃ কশ্চিৎ কৃত্রিমমুক্তায়া আকারতেজঃসৌষ্ঠবদৃষ্ট্যা লব্ধচমৎকারো বাস্তবানার্ঘ্যমুক্তাং ততো ন্যূনং বেত্তি। তথৈব ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভচরণরেণূনপ্যাত্মনো বরাকাদ্বরুণাদপি নিকৃষ্টানেব মন্যতে তথৈব নিত্যমাস্বাদ্যমান মহামাধুর্য্যান্মদ্বিষয়কপুত্রাদিভাবময়ং প্রেমবতোঽপি মুক্তিবৈকুণ্ঠলোকাবধিকৌ মন্যতে,তৌ খলু মদধীনাবেব নতু তয়োরহমধীনঃ। কেনচিৎ ক্কচিদ্দৃষ্টঃ প্রেম্ণস্ত্বহমধীন এব সর্ব্বৈর্দৃশ্যমান এবাস্মীত্যপি বিবেকং ন ভজতে। কিঞ্চ, মুক্তৌ খলু ব্রহ্মৈবাস্বাদ্যতে। তচ্চ ব্রহ্ম "যস্য প্রভা প্রভবত" ইত্যত্র "তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্ত"মিতি ব্রহ্মসংহিতোক্তেঃ "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহ"মিতি মদুক্তেঃ "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিত"মিতি মদংশমৎস্যদেবোক্তেশ্চ মদীয়ং নির্ব্বিশেষং ব্যাপকমতীন্দ্রিয়ং জ্যোতিরেব সোঽহমেব যেষাং প্রেমকরণকাস্বাদবিষয়ীভূতমাধুর্য্যঃ পুত্রাদিরূপতয়া সদা বর্ত্তে এব তথা "অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী"তি পদ্মোক্তের্মথুরামণ্ডলমধ্যবর্ত্তীদং বৃন্দাবনং বৈকুণ্ঠাদপি শ্রেষ্ঠং যস্য নিবাসতয়া সদা বর্ত্তত এব, নচ মহাপ্রলয়েঽপ্যস্য কাচিৎ ক্ষতিঃ "ভূলোকচক্রে সপ্তপুর্য্যো ভবন্তি তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপালপুরী হী"তি "যথা সরসি পদ্মং তিষ্ঠতি তথা ভূম্যা"মিতি গোপালতাপনীশ্রুতেঃ। "প্রাকৃতে প্রলয়ে প্রাপ্তে ব্যক্তেঽব্যক্তং গতো পুরা। শিষ্টে ব্রহ্মণি চিন্মাত্রে কালমায় ত্রিগেঽক্ষরে ॥ ব্রহ্মা-

নন্দময়ো লোকো ব্যাপী বৈকুণ্ঠসংজ্ঞিতঃ। নির্গুণোনাদ্যনন্তশ্চ বর্ত্ততে কেবলঽক্ষরে" ইতি বৃহদ্বামনবাক্যাচ্চ। তদপি মুক্তিবৈকুণ্ঠলোকাবদৃষ্টচরত্বাদেব যল্লব্ধং স্পৃহয়তি তদেনং তৌ সম্প্রতি সাক্ষাত্নপলম্ভয়ামীতি ভাবঃ। অত্র জনোঽয়ং ব্রজবাসী অবিদ্যা কামকর্ম্মভিরুচ্চাবচাসু দেবতির্য্যগাদিষু ভ্রমন্ পুনঃ পুনঃ পর্য্যটন্ স্বাং গতিং ময়া দাস্যমানাং মুক্তিং বৈকুণ্ঠস্থিতিঞ্চ ন বেদ ইতি কুব্যাখ্যানং ন ঘটতে, ব্রজবাসিনো নন্দাদেঃ কৃষ্ণে পুত্রাদিভাববতো নিত্যসিদ্ধত্বাদেবাবিদ্যাকামকর্ম্মঘটিতঃ সংসারো ন সম্ভবেৎ। যত্নক্তং—"তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্ব্বতীনাং সুতেক্ষণং। ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ ইতি। নচ মুক্তিবৈকুণ্ঠস্থিত্যোরপি দাস্যমানত্বং এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেবরাতেতি ব্রহ্মোক্তেরেবেত্যখিলং পূতনাবধান্তে সযুক্তিকং ব্যাখ্যাতং দ্রষ্টব্যম্॥ বি০ ১৩॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ (কৃষ্ণের চিন্তাধারা—এই ১৩ শ্লোকে প্রকাশিত) **জনঃ**—আলোচ্য প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে 'জনঃ' শব্দে আমার পিতা নন্দাদি ব্রজবাসি। **এতস্মিন্**—এই ভূর্লোকে। **অবিদ্যা**—আত্মস্বরূপ অজ্ঞানের দ্বারা, অতঃপর কামনা বাসনা দ্বারা, অতঃপর কর্ম দ্বারা, অতঃপর **উচ্চাবচাসু গতিষু**—বরুণাদি-দেবলোক গত সুখৈশ্বর্যময়ী উচ্চগতি এবং ভূর্লোক গত মনুষ্য পশু-পাখী অনৈশ্বর্যময়ী নিম্ন গতি যা তার দৃষ্ট, তাতে **ভ্রমন্**—ভ্রমে পড়ে, নরলীলত্ব হেতু নিজেরাও সাংসারিক জন, এরূপ বুদ্ধিতে ভ্রমে পড়ে **স্বাং গতিং**—সকলের থেকেও দুর্লভ তাদের বর্তমানের ব্রজে আবির্ভাবরূপ নিজ পদবী বুঝতে পারছে না। যেহেতু আমার এই পিতা বরুণ লোকে গিয়ে সেখানকার সম্পদ মায়িক হলেও, তা দেখে নিখিল বৈকুণ্ঠসার হলেও এই বৃন্দাবনকে বরুণলোক থেকে নিকৃষ্ট মনে করছে—যেমন মুগ্ধ কোনও লোক কৃত্রিম মুক্তার আকার-তেজ-সৌষ্ঠব দেখে চমৎকৃত হয়ে বাস্তব অতি মূল্যবান্ মুক্তাকে ওর থেকে নিকৃষ্ট মনে করে,—সেইরূপই ব্রহ্মাদি-দুর্লভ-চরণরেণু নিজদিকে তুচ্ছ বরুণ থেকেও নিকৃষ্টই মনে করছে, সেইরূপই তাঁরা মৎবিষয়ক-পুত্রাদি ভাবময় নিত্য আস্বাদ্যমান মহামাধুর্য থেকেও মুক্তি ও বৈকুণ্ঠলোককে অধিক মনে করছে। মুক্তি ও বৈকুণ্ঠলোক আমার অধীন, কিন্তু আমি তাঁদের অধীন নই। কোথাও ক্বচিৎ দৃষ্ট প্রেমের কিন্তু অধীনই আমি,—ইহা সকলে প্রত্যক্ষও করছে, তা হলেও তাঁদের বিবেকের উদয় হচ্ছে না। আরও লোকে মুক্তিতে ব্রহ্মসুখই অনুভব করে। "সেই ব্রহ্ম আমার অঙ্গকান্তি," "সেই ব্রহ্ম মায়াতীত অনন্ত"—ব্রহ্মসংহিতা উক্তি। "ব্রহ্মের আশ্রয় আমিই"—"আমার মহিমা পরব্রহ্ম নামে খ্যাত"—(শ্রীভা০ ৮।২৪।৩৮) আমার অংশ মৎস ভগবানের উক্তি। অতএব ব্রহ্ম আমার নির্বিশেষব্যাপক ইন্দ্রিয়াতীত জ্যোতি মাত্র—সেই আমিই যাদের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ইন্দ্রিয়ের আস্বাদন বিষয়ীভূত মধুর পুত্রাদিরূপে সদাই বিরাজমান—তথা "অহো বৈকুণ্ঠের থেকেও শ্রেষ্ঠ মধুপুরী ধন্য" পদ্মোক্তি হেতু বৈকুণ্ঠের থেকেও শ্রেষ্ঠ মথুরা মণ্ডলবর্তী এইবৃন্দাবন কৃষ্ণের নিবাসরূপে নিত্যকাল বিরাজমান,মহাপ্রলয়েও কোনও ক্ষতি হয় না—"ভূর্লোকচক্রে সপ্তপুরি বর্তমান, তার মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপ গোপালপুরি"—আরও "যথা সরোবরে পদ্ম থাকে সেইরূপ এই পৃথিবীতে গোপালপুরি থাকে।"—গোপাল তাপনি শ্রুতি।—"প্রাকৃত প্রলয় কালে ব্যক্ত জগৎ অব্যক্তে গত হলে ব্রহ্মানন্দ লোক ব্যাপী নির্গুণ-অনাদি-অনন্ত বৈকুণ্ঠ কেবল নিত্য সর্বব্যাপক

১৪। ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্॥

১৪। অন্বয়ঃ মহাকারুণিকঃ বিভুঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইতি সঞ্চিন্ত্য তমসঃ পরম্ (মায়াতীতং) গোপানাং স্বং (নিজং) লোকং (গোলকম্) দর্শয়ামাস।

১৪। মূলানুবাদঃ মহাকারুণিক বিভু কৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করে গোপগণকে প্রকৃতির অতীত তাঁদের নিজ লোক ঐশ্বর্যময় গোলোকধাম দর্শন করালেন।

অধিষ্ঠান তত্ত্বে বর্তমান থাকে।—বৃহদ্বামন বাক্য। এরূপ হলেও যেহেতু মুক্তি ও বৈকুণ্ঠ লোক শুধু মাত্র চোখে দেখা যায় না, তাই উহা প্রাপ্তির জন্য গোপগণ স্পৃহা করছে, সুতরাং তাঁদিগকে মুক্তি ও বৈকুণ্ঠ লোক সম্প্রতি সাক্ষাৎ উপলব্ধি করাব। এখানে **জনঃ**—এই ব্রজবাসী অবিদ্যা-কাম-কর্মের দ্বারা উচ্চনীচ দেব-পশুপাখী প্রভৃতি যোনিতে **ভ্রমন্**—পুনঃ পুনঃ গতায়াত করতে করতে **স্বাং গতিং**—আমার দ্বারা দাস্যমান মুক্তি ও বৈকুণ্ঠস্থিতি জানে না, এরূপ কুব্যাখ্যান হতে পারে না, নিত্যসিদ্ধ হওয়া হেতু কৃষ্ণে পুত্রাদি ভাব-বান ব্রজবাসী নন্দাদির অবিদ্যা-কাম-কর্মঘটিত সংসার হতে পারে না।—শ্রীমদ্ভাগবত উক্তি—"হে রাজন্ নিরন্তর কৃষ্ণে সুতদৃষ্টি যাঁদের সেই গোপীদের পুনরায় সংসার-অজ্ঞান সম্ভব নয়।"—"মুক্তি এমন কি বৈকুণ্ঠ স্থিতিও দিলে যাঁরা নেন না, সেই ব্রজবাসিদের আপনি কি দিতে পারেন।"—ব্রহ্মার উক্তি। পূতনা বধের পর সযুক্তিক এসব অশেষে বিশেষে ব্যাখ্যা করা হয়েছে॥ বি০ ১৩॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ গোপনাং সম্বন্ধি স্বং লোকং শ্রীগোলোকমিত্যর্থঃ, তস্য প্রকৃতিবিকারেঽভিব্যক্তত্বমপি নিষেধতি—তমসঃ পরমিতি ; 'ক্বাহং তমঃ' (শ্রীভা০ ১০।১৪।১১) ইত্যাদৌ তমঃ শব্দেন প্রকৃতিনির্দ্দেশাৎ। বিভুরিতি—তস্য তাদৃশবৈভবস্য সদা সর্ব্বত্র সিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ॥ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ গোপেদের সম্বন্ধ বিশিষ্ট **স্বং লোকং**—শ্রীগোলোক, এরূপ অর্থ। সেই গোলোকের প্রকৃতি-বিকারের মধ্যে প্রকাশ নিষেধ করা হল—'তমসঃ পরম্' বাক্যে,—'ক্বাহং তমঃ' (শ্রীভা০ ১০।১৪।১১) ইত্যাদিতে 'তমঃ' শব্দে 'প্রকৃতি', এরূপ নির্ধারণ করা হেতু। **বিভুঃ ইতি**—কৃষ্ণের তাদৃশ বৈভব সদা সর্বত্র সিদ্ধ হওয়া হেতু॥ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ইতি সঞ্চিন্ত্য স নিত্যাস্পদস্য শ্রীবৃন্দাবনস্য সর্ব্বোৎকর্ষং ব্রহ্ম বৈকুণ্ঠ-সুখানুভাবনয়ৈব সাম্প্রতং জ্ঞাপয়ামীতি বিচার্য্য স্বং ব্রহ্মস্বরূপং লোকঞ্চ বৈকুণ্ঠাখ্যং দর্শয়ামাস। বৃন্দাবনাদ্বি-যোজ্য পঞ্চধা ক্ষণাৎ তে এব প্রাপয়ামাসেতি ভাবঃ। যতো মহাকারুণিকঃ ব্যতিরেকেণৈব বৃন্দাবনস্য মাধুর্য্যং তাভ্যামপুৎকৃষ্টং জ্ঞাপয়িতুমিতি ভাবঃ। নন্ু, ব্রহ্মদর্শনৈব ব্রহ্মপ্রাপণা সৈব সাযুজ্যমুক্তিস্তেষাং ততো নিষ্ক্রমণাসম্ভবাৎ। কথং তেষা পুনর্বৃন্দাবনীয়মাধুর্য্যেঽনুভাবনা ইত্যত আহ,—বিভুঃ সাযুজ্যমোক্ষাৎ বৈকুণ্ঠাচ্চ নিষ্ক্রাময়িতুমপি সমর্থ ইত্যর্থঃ। স্বং লোকঞ্চ বিশিনষ্টি তমসঃ প্রকৃতেঃ পরম্॥ বি০ ১৪॥

১৫। সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ॥

১৫। অন্বয়ঃ যৎ (লোকং) সত্যং জ্ঞানং অনন্তং জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশং) সনাতনং (অনাদি) ব্রহ্ম (সর্ব্বব্যাপকং) যৎ হি সমাহিতাঃ (সমাধিনিষ্ঠাঃ) মুনয়ঃ গুণাপায়ে (গুণাতীতাবস্থায়াং) পশ্যন্তি।

১৫। মূলানুবাদঃ সেই ধাম সর্ব্বব্যাপক, অজড়, অনন্ত, সনাতন, ব্রহ্মস্বরূপ। সমাধিনিষ্ঠ মুনিগণ গুণাতীত হলে সমাধিদশায় সেই স্থানের দর্শন লাভ করে থাকেন।

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ইতি সঞ্চিন্ত্য—কৃষ্ণ এইরূপ বিচার করলেন, যথা—নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবনের সর্বোৎকর্ষ এখনই বুঝাব ব্রহ্ম ও বৈকুণ্ঠ সুখানুভাবনা দ্বারাই। এই বিচার করে **স্বং**—ব্রহ্ম-স্বরূপ দেখালেন ও **লোকং**—বৈকুণ্ঠাখ্য ধাম দেখালেন গোপেদের, অর্থাৎ বৃন্দাবন থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে ক্ষণকালের জন্য নন্দাদি গোপগণকে ব্রহ্মস্বরূপ ও বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্তি করালেন ; এ দু-এর থেকে যে বৃন্দাবনের মাধুর্য উৎকৃষ্ট তাই জানাবার জন্যই, যেহেতু কৃষ্ণ মহা কারুণিক, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ আচ্ছা, ব্রহ্ম দর্শনই তো ব্রহ্ম প্রাপ্তি, উহাই তো সাযুজ্য-মুক্তি---এখান থেকে অতঃপর তাঁদের বেরিয়ে আসা তো অসম্ভই—তা হলে এই গোপেদের পুনরায় বৃন্দাবনীয় মাধুর্যের নিরন্তর চিন্তন আস্বাদন কি করে হবে? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে **বিভুঃ**—এখানে এই পদের ধ্বনি—সাযুজ্য মোক্ষ ও বৈকুণ্ঠ থেকে বের করে আনতে সমর্থ। ব্রহ্মস্বরূপ ও বৈকুণ্ঠ ধামকে বিশেষিত করা হচ্ছে **তমসঃ পরং**—'প্রকৃতির অতীত' লোকে॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ নন্থ তমসঃ পরং কিং নাম বস্তু? ইত্যপেক্ষায়াং তত্তাবৎ সামান্যতো নিরূপয়তি—সত্যমিতি॥ জী০ ১৫॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ আচ্ছা, প্রকৃতির পারে কি এমন বস্তু আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে সেই সকল সামান্যভাবে নিরূপণ করা হচ্ছে—সত্যম্ ইতি॥ জী০ ১৫॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ সত্যমবাধ্যং জ্ঞানমজড়মনন্তমপরিচ্ছিন্নং সনাতনং শশ্বৎসিদ্ধম্; যৎ মুনয়ো জ্ঞানিনঃ গুণাপায়ে গুণাতীতত্বে সতি পশ্যন্তি। বৃন্দাবনস্যাপি ব্রহ্মানন্দস্বরূপত্বেনৈতাদৃশত্বেঽপি মায়াবিভূতিমধ্যবর্ত্তিত্বেনৈব মাধুর্য্যাধিক্যং। যথা দীপজ্যোতিষস্তমোমধ্যবর্ত্তিত্বেন। অতএব তমসঃ পরং নতু তমোমধ্যবর্ত্তিসত্যজ্ঞানাদিরূপং জ্যোতির্দর্শয়ামাস। কিঞ্চ, ব্রহ্মস্বরূপতোঽপি বিচিত্রলীলাময়ং ভগবৎ-স্বরূপমতিমধুরং শুকদেবাদিভক্তাত্মারামানুভবাদবসীয়তে। তচ্চ ভগবদ্বপুঃ সর্ব্বব্যাপকমপি পরিচ্ছিন্নং ষড়্-বিকাররহিতমপ্যপ্রাকৃতজন্মাস্তিত্ববৃদ্ধ্যাদিসহিতং তরঙ্গাদিদোষশূন্যমপি ক্ষুৎপিপাসা প্রস্বেদভয়মোহসাংগ্রামিক-শস্ত্রঘাতাদিসহিতমতর্ক্যানন্তশক্তিত্বাদেব যথা তথৈব "পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপক"মিতি ভগবদুক্তে-র্বৃন্দাবনমপি ব্রহ্মদৃষ্টানন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপকমপি পরিচ্ছিন্নম্। স্মরেৎ পুনরতন্ত্রিতো বিগতষট্‌তরঙ্গাম্বুধ" ইত্যাগমাদিবাক্যাৎ তরঙ্গাদিদোষরহিতমপি ক্ষুৎপিপাসা জন্মজরাচ্ছেদভেদাদিমন্মনুষ্যপশুখগনগাদিকমপি নিত্য মেবেত্যনন্তচমৎকারাশ্রয়মিতি॥ বি০ ১৫॥

১৬। তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ।
দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরা॥

১৬। অন্বয়ঃ তে (ব্রজবাসিনঃ) তু ব্রহ্মহ্রদং তং নীতাঃ (শ্রীকৃষ্ণেন নীতাঃ) মগ্নাঃ [ততঃ] উদ্ধৃতাঃ ব্রহ্মণঃ (শ্রীকৃষ্ণস্যৈব) লোকং (বৈকুণ্ঠলোকং) দদৃশুঃ (দৃষ্টবন্তঃ) যত্র অক্রূরঃ পুরাঃ অধ্যগাৎ।

১৬। মূলানুবাদঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ব্রজবাসিগণকে প্রকৃতির পরপারে দুরবগাহ ব্রহ্মলোকে নিয়ে গেলেন, তাঁরা সেখানে ব্রহ্মানুভবে ডুবে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সেখান থেকে উদ্ধার করে বৈকুণ্ঠের উর্ধ্বস্থ গোলোক সাক্ষাৎ চক্ষুতেই দর্শন করালেন।

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ সত্যম্— প্রতিবন্ধহীন অর্থাৎ সর্বব্যাপক। **জ্ঞানম্**—অজড়। **অনন্তম্**—সীমা হীন। **সনাতনং**—নিত্যসিদ্ধ। যে স্থান **মুনয়োঃ**—জ্ঞানিগণ **গুণাপায়ে**—গুণাতীত হয়ে সমাধিদশায় দর্শন করেন। এই পৃথিবীস্থ লোকচক্ষুতে দৃশ্যমান্ বৃন্দাবনও ব্রহ্মানন্দস্বরূপ হওয়া হেতু এতাদৃশ হলেও মায়াবিভূতির মধ্যবর্তী হওয়া হেতু এর মাধুর্যাধিক্য (এর ঐশ্বর্য-মাধুর্য দুইই পূর্ণ হলেও—ঐশ্বর্য মাধুর্যদ্বারা ঢাকা থাকে, বাইরে প্রকাশিত হয় না) যেমন মাটির পাত্রের মধ্যবর্তী দীপের আলো বাইরে প্রকাশিত হয় না। অতএব 'তমসঃ পরং' প্রকৃতির অপর পারে ব্রহ্মজ্যোতি দেখালেন, এই পৃথিবীর মধ্যবর্তী সত্য জ্ঞানাদিরূপ জ্যোতি দেখালেন না। আরও, ব্রহ্মস্বরূপ থেকেও বিচিত্র লীলাময় শ্রীভগবৎস্বরূপ অতি মধুর—ইহা শ্রীশুকদেবাদি ভক্ত আত্মারামদের অনুভব হেতু নিশ্চিত হয়ে আছে। সেই ভগবৎবপু সর্বব্যাপক হলেও সীমিত (মধ্যমাকার), ষড়্বিকার রহিত হয়েও অপ্রাকৃত জন্ম-স্থিতি-বৃদ্ধি আদি সহিত, তরঙ্গাদি দোষশূন্য হয়েও ক্ষুধা-পিপাসা-প্রচুর ঘর্ম-ভয়-মোহ-সমরাস্ত্রাঘাতাদি সহিত বিরাজমান্—অতর্ক্য অনন্ত শক্তিময় হওয়া হেতু। শ্রীভগবৎবপুর মতোই বৃন্দাবনও ব্রহ্ম দৃষ্টান্তে কোটি ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপক হয়েও সীমিত—"পঞ্চ যোজন বিস্তার এই বৃন্দাবন আমার দেহ সম" এইরূপ শ্রীভগবানের উক্তি থাকা হেতু। "অতন্ত্রিত বিগত ষট্তরঙ্গ শ্রীবৃন্দাবনস্থ স্থাবর-জঙ্গম স্মরণীয়।" ইত্যাদি আগমাদি বাক্য হেতু তরঙ্গাদি দোষরহিত হলেও ক্ষুধা-পিপাসা জন্ম-জরা-ছেদ ভেদাদি বিশিষ্ট মনুষ্য পশু-পাখী-বৃক্ষাদিও নিত্যই এইরূপে অনন্ত চমৎকারের আশ্রয়॥ বি০ ১৫॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অথ বিশেষতোঽপি তন্নিরূপয়ংস্তাদৃশং তদ্দর্শনমাহ—তে ত্বিতি। ব্রহ্ম—পূর্ব্বোক্তপ্রকৃত্যনভিব্যক্তপ্রকাশং যৎ, তদেব দুরবগাহত্বাদিনা হ্রদ ইব হ্রদস্তং নীতাঃ, স্বশক্ত্যা তদনুসন্ধানং গমিতাস্তত এব তে মগ্নাস্তন্মাত্রানুভবাবস্থামপি প্রাপ্তাঃ, পুনস্তস্মাদপি তেনোদ্ধৃতাঃ প্রথমজাং সামান্যাকারতৎস্ফূর্ত্তিমতিক্রম্য স্বরূপশক্ত্যাভিব্যক্ত-বিশেষাকার-তৎস্ফূর্ত্ত্যাপ্যুৎকর্ষিতাঃ সন্তো ব্রহ্মণো নরাকৃতি-পরব্রহ্মণস্তস্যৈব লোকং দদৃশুঃ, চক্ষুষাপি সাক্ষাৎকৃতবন্তঃ; ন চাশ্রুতচরমেতদিত্যাহ—যত্র প্রকাশেঽক্রূরোঽপি অধ্যগাৎ বৈকুণ্ঠলোকং দৃষ্টবান্, তং স্তুতবান্ বা। দ্বিতীয়ে চ, (৯।৯-১০) 'তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ, সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরম্। ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং, স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ

পুরুষৈরভিষ্টুতম্॥ প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ, সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ। ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেঃ' ইত্যাদি তয়োর্মিশ্রং রজস্তমঃসহচরং প্রাকৃতসত্ত্বমিত্যর্থঃ। ইতিহাসসমুচ্চয়ে মুদ্গলোপাখ্যানে—'ব্রহ্মণঃ সদনাদূর্দ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। সনাতনং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্মেতি তদ্বিদুঃ॥' ইতি। তস্মাদূর্দ্ধমাবৃত্তিরহিত দেশ ইত্যর্থঃ। শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে জিতন্তে স্তোত্রে—লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যং ষড়্-গুণসংযুতম্। অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জিতম্॥' ইতি। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে - 'তমনন্তগুণাবাসং মহত্তেজো দুরাসদম্। অপ্রত্যক্ষং নিরুপমং পরানন্দমতীন্দ্রিয়ম্॥' ইতি। শ্রুতয়শ্চ (শ্রীকৈ ১।২)—'পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং, বিভ্রাজতে যদ্যতয়ো বিশন্তি' ইত্যাদ্যাঃ। অথবা ব্রহ্মহ্রদমক্রূরতীর্থং, নীতাস্তত্তীর্থমহিম-জ্ঞাপনায় কৌতুকায় বা প্রাপিতাঃ, ততস্তৎপ্রেরণয়া মগ্নাঃ, পুনস্তেনৈব তস্মাদুদ্ধৃতা উত্থাপিতা দদৃশুঃ, শ্রীবৃন্দাবনমেব বিলক্ষণত্বেনাপশ্যন্নিত্যাদি। যত্র তীর্থে; তদেবং সর্ব্বপ্রমাণচূড়ামণিনা শ্রীমদ্ভাগবতেন প্রোক্তেনাত্র প্রসিদ্ধ্যাদরমপেক্ষ্যম্; ক্রমব্যাখ্যানাচ্চ ন পরত্র ব্যবহিতযোজনা চাপতদিতি গম্যম্॥ জী০১৬॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পূর্ব শ্লোকে সেই বস্তু সামান্যভাবে নিরূপণ করবার পর এই শ্লোকে বিশেষ ভাবেও নিরূপণ করার জন্য সেই বস্তুর দর্শনও বলা হচ্ছে—তে তু ইতি। **ব্রহ্ম**—১৪ শ্লোকের উক্তি অনুসারে গোপেদের প্রথমে যে স্থান দেখান হল, তা প্রকৃতির মধ্যে অনভিব্যক্ত, প্রকৃতির অপর পারে প্রকাশমান্—ব্রহ্মশব্দে সেই ব্রহ্ম লোককেই এখানে বলা হল। এই ব্রহ্মলোক দুরবগাহ অর্থাৎ দুষ্প্রবেশ্য হওয়া হেতু হ্রদের সদৃশ, তাই এখানে বলা হল ব্রহ্মহ্রদ। কৃষ্ণ গোপগণকে সেই ব্রহ্ম লোকে নিয়ে গেলেন, কৃষ্ণশক্তি প্রভাবে ব্রহ্মের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হলেন তাঁরা—অতঃপর তাঁরা সেই অনুভবে ডুবে গেলেন—তন্মাত্র-অনুভব অবস্থাও প্রাপ্ত হলেন। পুনরায় সেই অবস্থা থেকেও কৃষ্ণের দ্বারা তাঁরা উদ্ধৃত হলেন। প্রথমের এই সামান্যকার ব্রহ্মস্ফূর্তি অতিক্রম করত স্বরূপশক্তির সহিত অভিব্যক্ত বিশেষাকার অর্থাৎ শ্রীভগবৎস্বরূপ, তাও স্ফূর্তিতে উৎকর্ষ প্রাপ্ত; **ব্রহ্মণো**—নরাকৃতি পরব্রহ্মের অর্থাৎ কৃষ্ণের **লোকং**—ধাম **দদৃশুঃ**—দর্শন করলেন—চক্ষু দ্বারাও সাক্ষাৎ করলেন। এ ব্যাপার যে কোনও দিন শোনা যায় নি, তাও নয়, এই আশয়ে **যত্র**—যে প্রকাশে অক্রূরও পুরাকালে বৈকুণ্ঠ লোক **অধ্যগাৎ**—দেখেছিলেন, বা কৃষ্ণকে স্তব করেছিলেন। (শ্রীভা০ ২।৯।৯ ১০) শ্লোকেও দেখা যায়—"অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মার উক্তরূপ ভজনে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মহাবৈকুণ্ঠ দর্শন করালেন। সেই ধামে 'অবিদ্যা-অস্মিতা-রাগ-দ্বেষ-অভিনিবেশ' এই পঞ্চ অবিদ্যা বৃত্তি ও তজ্জনিত চিত্ত বিকৃতি বা ভয় নেই। সে স্থান থেকে শ্রেষ্ঠ স্থান আর নেই। আত্মবিদ্‌গণ সর্বদা সেই ধামের প্রশংসা করে থাকেন।"—"সেই বৈকুণ্ঠধামে রজো ও তমোগুণ নেই। রজো-তমের সহচর প্রাকৃত সত্ত্বও নেই। সেখানে শুদ্ধ সত্ত্ব বর্তমান। সেখানে কালের বিক্রম নেই। সেখানে জগৎ-সৃষ্ট্যাদির হেতু মায়া পর্যন্ত নেই, অপর কিছুর কথা আর বলবার কি আছে। তথায় সুরাসুর-বন্দিত ভগবৎ-পার্ষদগণ সদা বিরাজমান্।" মূলের 'তয়োমিশ্রং' পদের অর্থ রজতমের সহচর প্রাকৃত-সত্ত্ব। ইতিহাস সমুচ্চয়ে মুদ্গলোপাখ্যানে—"ব্রহ্মলোকের ঊর্ধ্বে সেই বিষ্ণুর পরম ধাম। শুদ্ধ-সনাতন-স্বপ্রকাশ পরমব্রহ্ম বলে তাঁকে জান।" এইরূপ হওয়া হেতু 'ঊর্ধ্ব' পদের অর্থ—যেখানে গেলে আর ফিরে

আসতে হয় না, সেই দেশ। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে জিতন্তে স্তোত্রে—"বৈকুণ্ঠ নামক লোক অলৌকিক, ষড়্-গুণবিশিষ্ট, অবৈষ্ণবগণের অপ্রাপ্য এবং গুণত্রয় বিবর্জিত।" ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—"সেই অনন্ত গুণবিশিষ্ট ধাম মহা তেজ সম্পন্ন, দুর্বিজ্ঞেয়, অপ্রত্যক্ষ, নিরূপম পরমানন্দস্বরূপ, ইন্দ্রিয়াতীত।" এবং শ্রুতিচয় (শ্রীকৈ০ ১।২) "পালন কর্তা পরমেশ্বরের দ্বারা স্বর্গ যখন প্রলয়কালে অদৃশ্য হয়ে যায়, তখনও যে ধাম দীপ্তি পেতে থাকে, যাতে যতিগণ প্রবেশ করে ইত্যাদি।"

অথবা, **ব্রহ্মহ্রদং**—অক্রূর তীর্থ, **নীতা**—তীর্থ মহিমা জানাবার জন্য বা কৌতুকের জন্য গোপেদের এই তীর্থ পাওয়ালেন। অতঃপর কৃষ্ণের প্রেরণায় তাঁরা ঐ তীর্থের জলে ডুব দিলেন। পুনরায় কৃষ্ণের দ্বারাই উত্থাপিত তাঁরা **দদৃশুঃ**—দর্শন করলেন এই ভৌম শ্রীবৃন্দাবনই বিলক্ষণরূপে অর্থাৎ মাধুর্যময় এই দৃশ্য-ভৌম শ্রীবৃন্দাবনেরই বৈভব অপ্রকট (অদৃশ্য) প্রকাশ বৈকুণ্ঠোর্ধ্বস্থ শ্রীগোলোক ধাম দর্শন করলেন **যত্র**—যে তীর্থে অক্রূর পূর্বে বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করেছিলেন। অতঃপর এইরূপে সর্বপ্রমাণ-চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতে এই অক্রূর তীর্থের উল্লেখ থাকা হেতু এই ব্যাখ্যায় আদর ঈপ্সিত। ক্রম ব্যাখ্যান হেতু পরে কিছু সংযোগ-বিয়োগও হয় নি, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ এবং ব্রহ্মহ্রদং ব্রহ্মৈব হ্রদ ইব হ্রদস্তত্র নিমগ্নস্য বিশেষজ্ঞানাভাবাৎ তং ব্রহ্মহ্রদং তে ব্রজবাসিনো নীতাঃ প্রাপিতাঃ তদা তে তস্মিন্ মগ্নাঃ কৃষ্ণেন উদ্ধৃতাঃ, স্বাতর্ক্যশক্ত্যা ব্রজসাযুজ্যাদপি উদ্ধৃতাঃ স্তস্মাদুত্থাপিতাঃ সন্তস্তস্যৈব ব্রহ্মণো লোকং বৈকুণ্ঠঞ্চ দদৃশুঃ "লোকং বিকুণ্ঠমুপনেষ্যতি গোকুলং স্মে"তি দ্বিতীয়োক্তেঃ। উদ্ধৃতা ইতি যথান্যে সংসারহ্রদাদুদ্ধৃতাঃ সন্তো ব্রহ্মানুভবন্তি তথৈবামী প্রেমবন্তোগোপাঃ ব্রহ্মহ্রদাদুদ্ধৃতা বৈকুণ্ঠলোকং দদশুরিতি সর্ব্বস্বনাশকত্যাঃ সাযুজ্য বিপদঃ সকাশাৎ বৈকুণ্ঠো নির্বৃতিকরঃ ইতি ভাবঃ। প্রেমরহিতাদ্ব্রহ্মসুখানুভবাৎ প্রেমসহিতো বৈকুণ্ঠসুখানুভবঃ শ্রেষ্ঠস্ততোঽপি প্রেমময়ো গোকুলসুখানুভবঃ শ্রেষ্ঠ ইতি সিদ্ধান্তো জ্ঞাপিতঃ। যত্র বৈকুণ্ঠেপুরা অক্রুররোঽধ্যগাৎ গতবান্ স্বাভীষ্টদেবং দৃষ্টবানিতি বা। শুকপরীক্ষিৎসম্বাদাৎ প্রাক্তনত্বাদ্ভুতনির্দ্দেশঃ॥ বি০ ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ব্রহ্মহ্রদং—ব্রহ্মই হ্রদের মত। এরূপ তুলনার কারণ ব্রহ্মে নিমগ্ন জনদের সেখানে বিশেষ জ্ঞানের অভাব, কৃষ্ণ ব্রজজনদের সেই **ব্রহ্মহ্রদং নীতা**—অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রাপ্তি করালেন, তখন তাঁরা ঐ ব্রহ্মে মগ্ন হয়ে গেলেন, কিন্তু ইহা ব্রহ্মসাযুজ্য হলেও কৃষ্ণ তাদের সেখান থেকে **উদ্ধৃতাঃ**—নিজের অতর্ক শক্তিতে উঠিয়ে আনলেন এবং **ব্রহ্মণোলোকং**—নিজের ধাম মহাবৈকুণ্ঠ গোকুল দর্শন করালেন।—"মহাবৈকুণ্ঠ গোকুল প্রাপ্তি করালেন।" এরূপ (শ্রীভা০ ২।৭।৩১) শ্লোকে থাকা হেতু। অন্য কোন ব্যক্তি যেমন সংসাররূপ হ্রদ থেকে উদ্ধৃত হয়ে ব্রহ্মানুভব করে থাকেন সেইরূপ এই কৃষ্ণ-প্রেমিক গোপগণ ব্রহ্মসাযুজ্য থেকে উদ্ধৃত হয়ে বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করলেন, সর্বস্ব নাশকারী সাযুজ্য-বিপদ থেকে উদ্ধৃত হয়ে পরম নির্বৃতিকর বৈকুণ্ঠে এলেন, এরূপ ভাব। প্রেমরহিত ব্রহ্মসুখানুভব থেকে প্রেম-সহিত বৈকুণ্ঠসুখানুভব শ্রেষ্ঠ, তার থেকেও প্রেমময় গোকুলসুখানুভব শ্রেষ্ঠ, এইরূপ সিদ্ধান্ত জানানো

১৭। নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ।
কৃষ্ণঞ্চ তত্র চ্ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে নন্দমোক্ষণং নাম
অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

১৭। অন্বয়ঃ নন্দাদয়ঃ তু তং (লোকং) দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ (পরমানন্দেন পরিপূর্ণাঃ আসন্) তত্র (তস্মিন্ ব্রহ্মণো লোকে) ছন্দোভিঃ (মূর্ত্তিমদ্ভির্ব্বেদৈঃ) স্তূয়মানং কৃষ্ণং চ [দৃষ্ট্বা] সুবিস্মিতাঃ [আসন্]।

১৭। মূলানুবাদঃ নন্দাদি গোপগণ গোলোক ধাম দর্শন করে পরমানন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং সেখানে কৃষ্ণকে বেদাধিষ্ঠাত্রী দেবগণ কর্তৃক স্তুত হতে দেখে পরম বিস্মিত হলেন।

হল। **যত্র**—যে বৈকুণ্ঠে পুরাকালে অক্রূর **অধ্যগাৎ**—গিয়েছিলেন, বা নিজ অভীষ্টদেবকে দর্শন করেছিলেন। গত কল্পের শ্রীশুকপরীক্ষিৎ সম্বাদ থেকে এই নির্দেশ॥ বি০ ১৬॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তথাপ্যক্রূরতঃ শ্রীমন্নন্দাদীনাং দর্শনবৈশিষ্ট্যবদানন্দবৈশিষ্ট্যমপি জাতমিত্যাহ—নন্দেতি। তং তেষামেব সম্বন্ধিনং শ্রীকৃষ্ণলোকম্, অতঃ স্বভাবতঃ এব পরমানন্দনির্বৃতা বভূবুঃ। কৃষ্ণঞ্চেতি—তথাপ্যব্যভিচারি-পুত্রভাববতো বিস্মিতাশ্চ বভূবুরিতি। ছন্দোভিঃ কর্ত্তৃভূতৈঃ করণভূতৈর্বা উভয়ভূতৈরেব বা শ্রীগোপালতাপন্যাদিভিঃ। অত্র স্বগতিমিতি তৈঃ; স্ব শব্দস্য শ্রীকৃষ্ণৈক্যাভিপ্রায়েণৈবোক্তিঃ, গতি শব্দস্য চ বরুণলোকদর্শনেন তল্লোকদর্শনাভিপ্রায়েণোক্তিঃ। তথা চ শ্রীকৃষ্ণেন চ স্বাং গতিমিতি—শ্রীগোপসম্বন্ধিতানির্দ্দেশঃ, শ্রীমুনীন্দ্রেণ চ গোপানামিতি ষষ্ঠ্যা সাক্ষাদেব তৎসম্বন্ধনির্দ্দেশঃ। কৃষ্ণঞ্চেতি—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণনির্দ্দেশঃ বৈকুণ্ঠান্তরং ব্যবচ্ছিদ্য পরমগোলোকমেব স্থাপয়তি। অতএব 'অহ্ন্যাপৃতং নিশি শয়ানমতিশ্রমেণ, লোকং বিকুণ্ঠমুপনেষ্যতি গোকুলং স্ম' (শ্রীভা০ ২।৭।৩১) ইতি শ্রীব্রহ্মবাক্যেঽপি ব্রহ্মহ্রদস্যাক্রূরতীর্থত্বপক্ষে—'যদ্বামর্থসুহৃদ্বৎপ্রিয়াত্মতনয়ঃ' (শ্রীভা০১০।১৪।৩৫) ইতি ন্যায়েন দিবসে তদেকার্থ ব্যাপারযুক্তং, তৎপরিশ্রমেণ রাত্রৌ চ তদেকসমাধিরূপনিদ্রাপন্নম্। ব্রহ্মানুভবপক্ষে শ্রীব্রজেশ্বরান্বেষণার্থং তস্মিন্হ্রি নানাব্যাপারযুক্তং, তৎপরিশ্রমেণ রাত্রৌ শয়ানং সৎ গোকুলং তদ্বাসিজনং বৈকুণ্ঠং গোলোকাখ্যম্ উপ সমীপে তত্রৈব দর্শয়িষ্যতীত্যর্থঃ। স যথা ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১-২)—'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্। তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ-সম্ভবম্॥' ইত্যাদি; তথাগ্রে ব্রহ্মস্তবে (শ্রীব্র সং ৫।৪০)—'চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ,-লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্। লক্ষ্মী-সহস্র-শতসম্ভ্রমসেব্যমানং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥' 'গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য, দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু। তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥' (শ্রীব্র সং ৫।৫৪) ইতি; 'গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো' (শ্রীব্র সং ৫।৪৮) ইত্যাদি চ; অন্তে চ 'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো,

দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্। কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী, চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥ স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভিভ্যশ্চ সুমহা,-ন্নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ। ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং. বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচরাঃ কতিপয়ে॥' (শ্রীব্র সং ৫।৬৭-৬৮) ইতি। এবং স্কান্দে মোক্ষধর্ম্মস্য নারায়ণীয়োপাখ্যানে চ—'এবং বহুবিধৈ রূপৈশ্চরামীহ বসুন্ধরাম্। ব্রহ্মলোকঞ্চ কৌন্তেয় গোলোকঞ্চ সনাতনম্॥' ইতি; তথা চ হরিবংশে যথাহ শক্রঃ—'স্বর্গা-দূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতঃ। তত্র সোমগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাম্॥ তস্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি। স হি সর্ব্বগতঃ কৃষ্ণঃ মহাকাশগতো মহান্॥ উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপো-ময়ী। যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্ব্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহম্॥ গতিঃ শম-দমাঢ্যানাং স্বর্গঃ সুকৃতকর্ম্মণাম্। ব্রাহ্ম্যে তপসি যুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরা গতিঃ। গবামেব তু গোলোকো দুরারোহা হি সা গতিং॥ স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা। ধৃতো ধৃতিমতা বীর নিঘ্নতোপদ্রবান্ গবাম্॥' ইতি। অস্যার্থঃ—স্বর্গ-শব্দেন স্বর্লোকমারভ্য সত্যলোকপর্য্যন্তং লোকপঞ্চকমুচ্যতে; 'ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ। স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধ্না ইতি বা লোককল্পনা॥' ইতি—দ্বিতীয়াৎ (৫।৪২); তস্মাদূর্দ্ধমুপরি ব্রহ্মলোকঃ পরব্রহ্মণো ভগবতো লোকঃ, 'দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকম্' ইত্যুক্তত্বাৎ; এবং দ্বিতীয়ে (৫।৩৯) 'মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ' ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ তৈঃ—'ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ, সনাতনোঽপি নিত্যঃ, ন তু সৃজ্যপ্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তীত্যর্থঃ।' ব্রহ্মাণি মূর্ত্তিমন্তো বেদাঃ, ঋষয়শ্চ শ্রীনারদাদয়ঃ, গণাশ্চ শ্রীগরুড়-বিষ্বক্সেনাদয়ঃ, তৈর্নিষেবিতঃ। এবং নিত্যাশ্রিতানুক্ত্বা তদগমনাধিকারিণ আহ—তত্র ব্রহ্মলোকে উময়া সহ বর্ত্তত ইতি সোমঃ শ্রীশিবস্তস্য গতিঃ 'জ্যোতিশ্চরাভিধানাৎ' (শ্রীব্র সূ ১।১।২৫) ইতি ন্যায়েন জ্যোতি-র্ব্রহ্ম, তদৈকাত্ম্যভাবানাং জ্ঞানি-জীবন্মুক্তানামিত্যর্থঃ। অত্র সমাসপ্রবিষ্টস্যাপি গতি-শব্দস্যকর্ষ আর্ষঃ। সোমেতি ছান্দস্য এব বা, ষষ্ঠ্যা অলুক্, ন তু তাদৃশানামপি সর্ব্বেষামেবেত্যাহ—মহাত্মনাং মহাশয়ানাং মোক্ষনিরাদরতয়া ভজতাং শ্রীসনকাদিতুল্যানামিত্যর্থঃ; 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥' (শ্রীভা০ ৬।১৪।৫) ইত্যাদৌ তেষ্বেব মহত্তা-পর্য্যবসানাৎ। তস্য চ ব্রহ্মলোকস্যোপরি সর্ব্বোর্দ্ধপ্রদেশে গবাং লোক ইত্যর্থঃ; তং শ্রীগোলোকং সাধ্যা অস্মাকং প্রাপঞ্চিকদেবানাং প্রাপ্তব্যসাযুজ্যমূলরূপা নিত্যতদীয়দেবগণাঃ পালয়ন্তি, তত্র দিক্পালত্বেনাবরণরূপা বর্ত্তন্তে। 'তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে যে চ সাধ্যাঃ সন্তি বিশ্বে দেবাঃ' (শ্রীচিত্যু ১২।৭) ইতি শ্রুতেঃ। 'তত্র পূর্ব্বে যে চ সাধ্যা বিশ্বে দেবাঃ সনাতনাঃ। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত শুভদর্শনাঃ॥' ইতি বৈকুণ্ঠবর্ণনেপাদ্মোত্তর-খণ্ডাচ্চ। হি প্রসিদ্ধৌ, স শ্রীগোলোকঃ সর্ব্বগতঃ শ্রীকৃষ্ণবৎ সর্ব্বপ্রাপঞ্চিকাপ্রাপঞ্চিকবস্তুব্যাপকঃ, অতএব মহান্ ভগবদ্রূপ এব। 'মহান্তং বিভুমাত্মনম্' (শ্রীকঠ ২।১।৪) ইতি শ্রুতেঃ। তত্র হেতুর্মহাকাশঃ পর-ব্যোমাখ্যং ব্রহ্মবিশেষণলাভাৎ 'আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ' (শ্রীব্র সূ ১।১।২২) ইতি ন্যায়প্রসিদ্ধেশ্চ। তদ্গতঃ ব্রহ্মাকারোদয়ানন্তরং তৎপ্রাপ্তেঃ। যদ্বা, মহাকাশঃ পরব্যোমাখ্যো মহাবৈকুণ্ঠাখ্যঃ, তদ্গতঃ তদূর্দ্ধভাগস্থিতঃ, 'তুলে চ তস্য দেবীমহেশহরিধামসু' ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৩) তদ্বর্ণনে ব্যুৎক্রমোক্তেঃ। এবমুপর্য্যু-

পরি সর্ব্বোপর্য্যপি বিরাজমানে তত্র শ্রীগোলোকেঽপি তব গতিঃ। নানারূপেণ বৈকুণ্ঠাদৌ ক্রীড়তস্তব তত্রাপি শ্রীগোবিন্দরূপেণ ক্রীড়া বিদ্যত ইত্যর্থঃ। সা কীদৃশী? তপোময়ী অনবচ্ছিন্নৈশ্বর্য্যময়ী; 'পরমং যো মহত্তপঃ' ইতিবৎ, অতএব ব্রহ্মাদিদুর্ব্বিতর্ক্যত্বমপ্যাহ—যামিতি অধুনা তস্য গোলোক ইত্যাখ্যা বীজমভিব্যঞ্জয়তি—গতিরিতি। ব্রাহ্ম্যে ব্রহ্মলোকপ্রাপকে, তপসি বিষ্ণুবিষয়কমনঃপ্রণিধানে, যুক্তানাং রতচিত্তানাং প্রেমভক্তানামিত্যর্থঃ। ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠলোকঃ, পরা প্রকৃত্যতীতা। গবামিতি 'মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্' (শ্রীভা০ ১০।৩৫।২৫) ইত্যুক্তানুসারেণ গোকুলবাসিমাত্রাণাং স্বতস্তদ্ভাবানাঞ্চ সাধনবেশনেত্যর্থঃ। অতএব তদ্ভাবস্যাসুলভত্বাৎ দুরারোহা, ধৃতো রক্ষিতঃ শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণেনেতি। অত্রার্থান্তরে সপ্তলোকতা চেত্তর্হি স্বর্গাদেরোর্দ্ধং সত্যলোকো ন ভবতি, মহর্লোকাদিব্যবধানাৎ; তথা সোমগতিরিত্যাদিকং ন সম্ভবতি, ধ্রুবলোকাধস্তাদেব তদ্গতেঃ, অবরসাধ্যগণানাং তুচ্ছত্বাৎ, সত্যলোকপালনেঽপ্যনর্হাৎ। তথা প্রাকৃতগোলোকস্য সর্ব্বগতত্বং চাসম্ভাব্যম্, অতএব তত্রাপি তব গতিরিত্যপি-শব্দো বিস্ময়ে প্রযুক্তঃ, 'যাং ন বিদ্মঃ' ইত্যাদিকঞ্চ। তস্মাৎ প্রাকৃতাদন্য এবাসৌ গোলোকঃ, য এব পূতনামোক্ষাদৌ নিরূপিতঃ, য এব চ প্রাপঞ্চিকজীবকৃপয়া বৃন্দাবনাদিরূপেণ প্রপঞ্চেঽভিব্যক্তঃ সদা বিরাজতে, 'স তু লোকস্ত্বয়া বীর নিম্নতোপদ্রবান্ গবাম্ ধৃতঃ' ইত্যভেদেনোক্তত্বাদ্-ভগবদ্বদচিন্ত্যশক্তিময়ত্বেন তস্যৈকস্যাপ্যেকত্রাপ্যনন্তধা প্রকাশসামর্থ্যাচ্চ। যোগমায়াবিভূতিবর্ণনে যুগপৎ প্রাতরাদি-নানাসময়াদিবর্ণনময়ত্বেন তথৈব দ্বারকায়া অপি দর্শিতমিতি। গোলোকস্যোর্দ্ধলোকোপরিতনত্বঞ্চ মহিমদৃষ্ট্যপেক্ষয়াবির্ভাবাৎ, বস্তুতস্তু স হি সর্ব্বগত ইত্যেবোক্তম্। অতো বারাহেঽপ্যস্যামেব বৃন্দাটব্যাং প্রাপঞ্চিকেন্দ্রিয়মাত্রৈস্তদ্বস্তুমাত্রৈশ্চাস্পৃষ্টা নিত্যসিদ্ধাঃ পৃথিব্যাপ্যজ্ঞাতাঃ কদম্বাদয়ো বর্ণ্যন্তে। যথা, 'তত্রাপি মহদাশ্চর্য্যং পশ্যন্তে পণ্ডিতা নরাঃ। কালিয়হ্রদপূর্ব্বেণ কদম্বো মহিতো দ্রুমঃ॥ শতশাখং বিশালাক্ষি পুণ্যং সুরভিগন্ধি চ। স চ দ্বাদশ মাসানি মনোজ্ঞঃ সুখশীতলঃ। পুষ্পায়তি বিশালাক্ষি প্রভাসন্তো দিশো দশ॥' ইতি। শতশাখমিতি দ্বিগুঃ, তদ্যত্র বর্ত্তত ইত্যর্থঃ, প্রভাসন্তঃ প্রভাসয়ন্নিত্যর্থঃ। তত্রৈব ব্রহ্মকুণ্ডমাহাত্ম্যে—'তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ত্বং বসুন্ধরে। লভন্তে মনুজাঃ সিদ্ধিং মম কর্ম্মপরায়ণাঃ॥ তস্য তত্রোত্তরে পার্শ্বেঽশোকবৃক্ষঃ সিতপ্রভঃ। বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী॥ স পুষ্পতি চ মধ্যাহ্নে মম ভক্তসুখাবহঃ। ন কশ্চিদপি জানাতি বিনা ভাগবতং শুচিম্॥' ইত্যাদি। আদি বারাহে চ—'কৃষ্ণক্রীড়া সেতুবন্ধং মহাপাতকনাশনম্। বলভীং তত্র ক্রীড়ার্থং কৃত্বা দেবো গদাধরঃ। গোপকৈঃ সহিতস্তত্র ক্ষণমেকং দিনে দিনে। তত্রৈব রমণার্থং হি নিত্যকালং স গচ্ছতি॥' ইতি, তত্রৈব 'গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ' (শ্রীব্র সং ৫।৪৮) ইতি নিয়মঃ শ্রূয়তে। স্কান্দে মথুরামাহাত্ম্যে—'ততো বৃন্দাবনং পুণ্যং বৃন্দাদেবীসমাশ্রিতম্। হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতম্॥' ইতি চ শ্রূয়তে; বৃহদ্গৌতমীয়ে চ শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—'ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্। অত্র যে পশবঃ পক্ষিমৃগাঃ কীটা নরামরাঃ। যে বসন্তি মমাধিষ্ঠে মৃতা যান্তি মমালয়ম্॥ তত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে। যোগিন্যস্তাঃ ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ॥ পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্। কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী॥ অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ। সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ। আবি-

র্ভাবস্তিরোভাবো ভবেন্মহত্র যুগে যুগে। তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা॥' ইতি। তস্মাৎ সদা প্রকৃতাবনভিব্যক্তে শ্রীবৃন্দাবনস্য প্রকাশবিশেষে গোলোকাখ্যে যো নিত্যং, তৈরেব নিত্যপরিকরৈঃ সহ বিহরতি, স এব শ্রীকৃষ্ণঃ, প্রাপঞ্চিকনিজভক্তকৃপয়া প্রাকৃতাভিব্যক্তেঽস্মিংস্তৎপ্রকাশে তৈরেব সহ কদাচিদ্ব্যক্তীভবতি, তত্তৎপরিকরত্বনিয়মশ্চ তৎপরিকরত্বেনৈবোপাসনাশাস্ত্রাদি-দর্শনাৎ। এবং ষোড়শ-সহস্রবিবাহে শ্রীবসুদেবাদিবদ্যদা তে প্রপঞ্চাভিব্যক্তপ্রকাশেঽপি প্রকাশান্তরেণ ব্যক্তীভবন্তি, তদা লীলারসপোষায় লীলাশক্তিরেব প্রেমবৈবশ্যাদিদ্বারা তত্র তত্র প্রকাশে পৃথগভিমানং পরস্পরমনুসন্ধানঞ্চ সম্পাদয়তি, যতো নিত্যসিদ্ধমপি তং নিজবৈভবাদিকং তদা তেনানুসন্দধিরে। তদেবমত্রৈব স্থিতমস্যৈব শ্রীবৃন্দাবনস্য প্রকাশবিশেষং শ্রীগোলোকং দর্শয়ামাস। প্রকাশভেদেঽপ্যভেদেন তান্ বিনা নান্যাংশ্চান্তরঙ্গপরিকরান্ দর্শয়ামাস। ছন্দসান্তু বহিরঙ্গত্বমেব, বন্দিজনসাধর্ম্ম্যাৎ। ছন্দোভিঃ স্তুতৈর্দর্শনঞ্চেদং প্রামাণ্যার্থমেবেতি সর্ব্বং শান্তম্॥ জী০ ১৭॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ তথাপি অক্রূর থেকে শ্রীনন্দাদির দর্শন বৈশিষ্ট্যবৎ আনন্দ-বৈশিষ্ট্যও জাত হল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—নন্দ ইতি। **তৎ**—এই নন্দাদির সঙ্গে সম্বন্ধিত শ্রীকৃষ্ণলোকই (গোলোক) দেখলেন। অতএব স্বভাবতঃই পরমানন্দে নিবৃত্তি লাভ করলেন। **কৃষ্ণঞ্চ ইতি**—কৃষ্ণকে মূর্তিমন্ত শ্রীগোপালতাপনী প্রভৃতি দ্বারা স্তুত হতে দেখে বিস্মিত হলেন, কারণ এইরূপ স্তুত হলেও অব্যভিচারী পুত্রভাবমগ্ন এই নন্দাদি। **ছন্দোভিঃ**—শ্রীগোপালতাপন্যাদি দ্বারা—মূর্ত গোপালতাপন্যাদি নিজেদের দ্বারাই, বা অন্যের মুখে গোপালতাপন্যাদি ছন্দে, বা উভয় প্রকারেই স্তুত শ্রীকৃষ্ণকে দেখে। এখানে 'স্বগতিং ইতি' ১১ শ্লোক—গোপগণের এই 'স্ব' পদের উক্তি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করেই, 'গতি' পদের উক্তি—বরুণলোক দর্শন হেতু কৃষ্ণলোক (গোলোক) দর্শন অভিপ্রায়েই। সেইরূপেই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা উক্ত ১৩ শ্লোকে 'স্বাং গতিং' পদে শ্রীগোপ-সম্বন্ধিত গোলোকই নির্দিষ্ট হল এবং শ্রীমুনীন্দ্রের দ্বারাও ১৪ শ্লোকে উক্ত 'গোপানাং স্বং লোকং' বাক্যে 'গোপানাং' ষষ্ঠী দ্বারা 'স্বলোক' বলতে সাক্ষাৎ-ই কৃষ্ণ-সম্বন্ধিত গোলোককেই নির্দ্দিষ্ট করা হল। এই প্রস্তুত ১৭ শ্লোকে 'কৃষ্ণঞ্চ' পদে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ গোপেদের গতি সম্বন্ধে অন্য 'বৈকুণ্ঠ' সিদ্ধান্ত খণ্ডন করত 'পরম গোলক' সিদ্ধান্তই স্থাপন করছে। অতএব "অহ্ন্যাপৃতং নিশি ইত্যাদি" (শ্রীভা০ ২।৭।৩১) শ্লোকের দুই প্রকার অর্থ করা হচ্ছে এখানে—(১) **ব্রহ্মহ্রদের**—অক্রূর তীর্থ অর্থপর ব্যাখ্যা, যথা—"যাঁদের গৃহ-ধন-সুহৃৎ-দেহ-মন-প্রাণ-পুত্র ইত্যাদি প্রিয়বস্তু সব কিছুই হে কৃষ্ণ আপনার প্রীতির নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত, সেই ব্রজবাসিদের ইত্যাদি"—(শ্রীভা০ ১০।১৪।৩৫) ব্রহ্মোক্তি—এই বাক্যানুসারে দিবসে একমাত্র কৃষ্ণার্থ ব্যাপারযুক্ত এবং রাত্রিতে সেই পরিশ্রমে ব্রজজন তদেক সমাধিরূপ নিদ্রাপ্রাপ্ত অবস্থায় ব্রজবাসিদের শ্রীবৃন্দাবনে সেখানেই গোলোক দর্শন করালেন। **ব্রহ্মহ্রদের**—ব্রহ্মানুভব পক্ষে ব্যাখ্যা, যথা—শ্রীব্রজরাজের অন্বেষণের জন্য সেই দিবাভাগে নানাবিধ ব্যাপারযুক্ত থাকায়, সেই পরিশ্রমে রাত্রিতে শয়ান অবস্থায় 'গোকুলং'—গোকুলবাসিজনকে গোলোকাখ্য বৈকুণ্ঠ 'উপনেষ্যতি'—'উপ' সমীপে অর্থাৎ সেখানেই দেখালেন, এরূপ অর্থ।

সেই গোলোকের স্বরূপ নির্ণয়ে শাস্ত্র উদ্ধৃতি ঃ ব্রহ্মসংহিতা (৫।১-২) বাক্য—"ঈশ্বর পরমকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণকারণ। গোকুল নামক ধাম সহস্র পত্র সমন্বিত কমল-স্বরূপ, এই কমলকর্ণিকা মাতা-পিতা-প্রেয়সী প্রভৃতি পরিকর সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ধাম। তথাকার ভূমি চিন্তামণিগণময়ী। এই ধাম সর্বোৎকৃষ্ট। অনন্তদেবের অংশী শ্রীবলরামেরও নিবাস এই ধামে। তথা আগে ব্রহ্মস্তবে—"লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে পরিবৃত ও চিন্তামণি নামক রত্ন সমূহে নির্মিত গৃহ সকলে যিনি কাম-ধেনুদের পালন করছেন ও যিনি শতসহস্র লক্ষ্মীরূপা গোপীগণ কর্তৃক সসম্ভ্রমে সেব্যমান সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করছি।" আরও (শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫।৫৪) —"অখিলাত্মভূত শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোলকেই বাস করেন ইত্যাদি।" শ্রীব্রহ্মসংহিতার শেষেও (৫।৬৭ ৬৮) শ্লোকেও বলেছেন—"যে গোকুলের কান্তাগণ লক্ষ্মী, কান্ত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষ সকল কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণি-রত্নচয়ময়ী, জল অমৃত, স্বাভাবিক কথাই গান, স্বাভাবিক গমনই নাট্যস্বরূপ, বংশী সমস্ত কার্য সাধকা প্রিয়সখী এবং চন্দ্রিমা ও রসগন্ধময়ী ভোগ্যবস্তু চিদানন্দময়, যেহেতু উহারা সবই শ্রীকৃষ্ণেরই অংশভূত।" আরও "যাঁর বংশীধ্বনি প্রভৃতি শ্রবণে সুরভিগণ থেকে ক্ষীরসাগর প্রবাহমান্ হয়ে থাকে। আর যাথায় আনন্দধিক্যে নিমেষার্ধ সময়ও গত হয় না। সেই শ্বেতদ্বীপকে আমি ভজনা করি। শ্রীধরাতলে বিরলপ্রচার কতিপয় ভক্ত এঁকে গোলোক বলে জানে।" এই প্রকার স্কন্দ পুরাণে মোক্ষ ধর্মের নারদীয় উপাখ্যানে উক্ত আছে, যথা—"হে কৌন্তেয়! এইরূপ বহুবিধ রূপে আমি পৃথিবীতে, ব্রহ্মলোকে ও সনাতন গোলোকে বিচরণ করে থাকি।" আরও, হরিবংশে ইন্দ্রের উক্তি, যথা—'স্বর্গ' শব্দে এখানে স্বর্লোক, জনলোক, মহর্লোক, তপোলোক, সত্যলোক (ব্রহ্মার লোক) এই পাঁচ লোক। এই পাঁচটি লোকের উর্ধ্বে 'ব্রহ্মলোক' পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লোক—এই হরিবংশের প্রস্তুত শ্লোকের 'ব্রহ্মলোক' শব্দের এরূপ অর্থ করার হেতু ২৮।১৬ শ্লোকের 'দদৃশু ব্রহ্মণো লোকং' বাক্যের 'ব্রহ্মণো' শব্দের অর্থ ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' পূর্বেই স্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্কন্দ ৫।৪২ শ্লোকেও এই অর্থ সমর্থিত, যথা—"ত্রিলোক কল্পনা পক্ষে সেই পুরুষের পদদ্বয় থেকে ভূর্লোক, নাভি থেকে ভুবর্লোক এবং শিরোদেশ থেকে স্বর্লোক কল্পিত হয়েছে।" দ্বিতীয় স্কন্দ ৫।৩৯ "সেই পুরুষের গ্রীবাদেশে জনলোক, স্তনদ্বয় থেকে তপোলোক এবং মস্তক সকলে সপ্তম সত্যলোক কল্পিত হয়েছে। তদুপরি বৈকুণ্ঠভগবানের যে লোক তা নিত্য—সৃষ্ট প্রপঞ্চের অন্তর্গত নয়।"—এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর—'ব্রহ্মলোক' এর অর্থ বৈকুণ্ঠ ও 'সনাতন' এর অর্থ নিত্য; অর্থাৎ ইহা সৃষ্ট পদার্থ সমূহের অন্তর্গত নয়।' অতঃপর উপরুক্ত হরিবংশ শ্লোকের 'ব্রহ্মর্ষিগণ' [ব্রহ্ম+ঋষি+গণ] ব্রহ্মাণি=মূর্তিমন্ত বেদ সমূহ, ঋষয়=শ্রীনারদাদি ঋষি, গাণাঃ=শ্রীগরুড় বিষ্বকসেনাদি—এঁদের দ্বারা নিষিবিত। এইরূপে নিত্য আশ্রিত জনের কথা বলে, সেখানে গমনের অধিকারিগণের কথা বলছেন—সেই ব্রহ্মলোকে শ্রীশিব ও সনকাদি তুল্য জ্ঞানী জীবন্মুক্তগণের গমনাধিকার রয়েছে—তাদৃশ সকলেরই যে গমনাধিকার আছে, তা নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—'মহাত্মানাম্' মোক্ষে অনাদর পূর্বক শ্রীসনকাদি তুল্য যাঁরা ভজন করে সেই ভক্তগণের গমনাধিকার আছে। (শ্রীভা০ ৬।১৪।৫) "হে মহামুনে, এইরূপ কোটিমুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যেও

প্রশান্তাত্মা নারায়ণপরায়ণ ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ।" এই ভক্তদের মধ্যেই মহত্ত্ব পর্যবসান হেতু, এবং 'তস্য' সেই ব্রহ্মলোকের ঊর্ধ্বে সর্বোর্ধ্ব প্রদেশে গোদের লোক অর্থাৎ গোলোক অবস্থিত—সেই গোলোককে পালন করছেন সাধ্যগণ অর্থাৎ আমরা প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক দেবগণের প্রাপ্য সাযুজ্যের মূলরূপ নিত্য তদীয় দেবগণ, অর্থাৎ তথায় দিকপালরূপে আবরণরূপী হয়ে বিরাজ করছেন। সেই গোলোক সর্বগত অর্থাৎ কৃষ্ণের ন্যায় সর্ব প্রাপঞ্চিক অপ্রাপঞ্চিক বস্তুর ব্যাপক—অতএব মহান ভগবৎরূপই, যেহেতু এই গোলোক মহাকাশ-গত অর্থাৎ ব্রহ্ম বিশেষণ প্রাপ্ত—কিম্বা পরব্যোমাখ্য মহাবৈকুণ্ঠের ঊর্ধ্বভাগস্থিত—'উপর্যুপরি তত্রাপি ইত্যাদি' —এই প্রকারে সর্বোপরি বিরাজমান্ হলেও সেই শ্রীগোলোকেই তোমার তপোময়ী গতি অর্থাৎ নানারূপে বৈকুণ্ঠ প্রভৃতিতে লীলাপরায়ণ হলেও সেই গোলোকেই তোমার শ্রীগোবিন্দরূপে মাধুর্যময়ী লীলা চলছে, [গোলোকের স্বরূপ হল ঐশ্বর্যময় কিন্তু লীলা পূর্ণমাধুর্যময়] আমরা সকলে পিতামহের নিকট জিজ্ঞাসা করেও তোমার সেই লীলা জানতে পারছি না। এখন সেই গোলোক নামক সর্বোর্ধ্ব ধাম প্রকাশ করা হচ্ছে 'গতিঃ সমদমাঢ্যানাং ইত্যাদি'—অর্থাৎ যাঁরা শমদমাদি গুণে বিভূষিত হয়ে সুকৃত কর্মের অনুষ্ঠান করে তাঁদের স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয় 'ব্রহ্ম্যে তপসি' ব্রহ্মলোক প্রাপক তপস্যাতে অর্থাৎ বিষ্ণু-বিষয়ক ধ্যানে 'যুক্তানাং' রতচিত্ত প্রেমিক ভক্তগণের 'ব্রহ্মলোক' অর্থাৎ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলোক গতি হয়ে থাকে।" আরও শ্রীহরিবংশে 'গবামেবতু' ইত্যাদি—গোগণের সেই গোলোকের প্রাপ্তি কিন্তু কষ্ট সাধ্য—সেই গোলোকের এই পৃথিবীতে যে প্রকট প্রকাশ রয়েছে, তা যখন ইন্দ্রের দ্বারা উপদ্রুত হচ্ছিল তখন তুমিই গোবর্ধন ধারণ করত ব্রজজন-দের রক্ষা করেছিলে।"—'ব্রজজন-নেত্রের দিবসের কৃষ্ণবিরহ জনিত তাপ দূরীভূত হয় সন্ধ্যায় তাঁর আগমনে'—(শ্রীভা০ ১০।৩৫।২৫) এই উক্তি অনুসারে সেই গোলোক গতি গোকুলবাসি মাত্রেরই স্বতঃই হয়ে থাকে, আর সেই ভাবে ভাবিত জনদের সাধন-আবেশেই হয়ে থাকে, অতএব সেই ভাব অসুলভ হওয়া হেতু সেই গতি 'দুরারোহ' দুর্গম। 'ধৃতো' রক্ষিত, গোবর্ধন ধারণে, এরূপ অর্থ। শ্রীহরিবংশের পূর্বোক্ত 'স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোক' এই শ্লোকের 'স্বর্গ' শব্দের অর্থান্তরে যদি সপ্তলোক [ভূঃ ভুবঃ স্বঃ জন মহঃ তপঃ সত্য] ধরা যায়, তবে স্বর্গ থেকে ঊর্ধ্ব সত্যলোক হয় না মহর্লোকাদি ব্যাবধান হয়—আর শিব সনকাদির মতো জ্ঞানী জীবন্মুক্তগণের গমনাধিকার সম্ভব হয় না, যেহেতু ধ্রুবলোকের অধোদেশেই তাঁদের গতি—আর কনিষ্ঠ সাধ্যগণ তুচ্ছ হওয়া হেতু সত্যলোক রক্ষণেও অযোগ্য। হরিবংশে দ্বিতীয় শ্লোকের 'সঃ হি সর্বগত' অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণবৎ সর্ব প্রাপঞ্চিক ও অপ্রাপঞ্চিক বস্তুর ব্যাপক' – এই বাক্য প্রাকৃত অর্থাৎ স্বর্গের গোলোক সম্বন্ধে সম্ভব হয় না, এই জন্যই 'উপর্যুপরি তত্রাপি' এই শ্লোকস্থ 'অপি' শব্দটি বিস্ময়ে বলা হয়েছে এবং 'যাং ন বিদুঃ' অর্থাৎ 'যে লীলা জানতে পারছি না' ইত্যাদি কথাও বিস্ময়ে বলা হয়েছে। অতএব প্রাকৃত থেকে ভিন্নই এই গোলোক—যা পূতনা মোক্ষ লীলাদিতে নিরূপিত হয়েছে এবং যা প্রাপঞ্চিক জীবের প্রতি কৃপায় বৃন্দাবনাদি রূপে এই ধরাতলে প্রকাশিত হয়ে নিত্যকাল বিরাজিত আছে। শ্রীহরিবংশে 'হে কৃষ্ণ, হে বীর গোগণের উপদ্রব নাশকর্তা ধৃতিমান তোমা কর্তৃক সীদমান-গোলোক রক্ষিত হয়' এই কথাটা ঊর্ধ্বের গোলোক সম্বন্ধে কি করে প্রয়োগ হতে পারে ? কারণ ঝড় জলের উপদ্রব এই ভৌম বৃন্দাবনেই হয়েছিল—

বৈকুণ্ঠের ঊর্ধ্বস্থ গোলোকে উপদ্রব সম্ভব নয়—এরই উত্তরে, ভৌম বৃন্দাবনের সহিত ঊর্ধ্বস্থ গোলোকের অভেদ অভিপ্রায়েই ইন্দ্রের এরূপ উক্তি। শ্রীভগবানের ন্যায় অনন্ত শক্তি থাকা হেতু সেই এক গোলোকেরও এক স্থানেই অনন্ত প্রকারে প্রকাশ সামর্থ্য আছে। যোগমায়া-বিভূতি বর্ণনে প্রাতঃকাল প্রভৃতি নানা সময়ের যুগপৎ বর্ণন হেতু দ্বারকারও তদ্রূপ প্রকাশ সামর্থ্য দর্শিত। গোলোকের যে ঊর্ধ্বলোক—ঊর্ধ্বতন ভাব, তা গৌরব দৃষ্টি অপেক্ষায় আবির্ভাব হেতু, বস্তুতস্তু গোলোকই সর্বগত, এর ঊর্ধ্ব অধঃ নেই—ইহাই এখানে বলা হল। [শ্রীরূপপাদ লঘু ভা০—"যত্তু গোলোক নাম স্যাৎ তচ্চ গোকুলবৈভবম্"—গোলোক ভৌম গোকুল বৃন্দাবনেরই ঐশ্বর্য প্রকাশ—"তাদাত্ম্য বৈভবত্বঞ্চ তস্য মহিমোন্নতেঃ" অর্থাৎ গোলোক অপেক্ষা ভৌম গোকুলেরই মহিমাধিক্য]।

প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয় মাত্র ও প্রাপঞ্চিক বস্তু মাত্র দ্বারা অস্পৃষ্ট, নিত্যসিদ্ধ, পৃথিবীর অজ্ঞাত কদম্ব বৃক্ষাদি এই ঊর্ধ্বস্থ বৃন্দাবনেরই, যা বরাহ পুরাণে বর্ণিত আছে যথা—"অত্রাপি মহাদাশ্চর্যং" ইত্যাদি—অর্থাৎ হে বিশালাক্ষি! পণ্ডিতগণ এই স্থানে কালীয় হ্রদের পূর্বভাগে সর্বলোক পূজিত, পবিত্র, সদগন্ধযুক্ত শতশাখ কদম্ব বৃক্ষ মহা আশ্চর্যের সহিত দেখে থাকেন। বরাহ পুরাণের ব্রহ্মকুণ্ড মাহাত্ম্যে—হে বসুন্ধরে! সেই বৃন্দাবনে যে অদ্ভুত ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়, তা বলছি শোন—আমার ভক্তগণ তথায় আমার সেবাদি লাভ করে থাকে। সেই বৃন্দাবনে উত্তর পার্শ্বে শুভ্রপ্রভা বিশিষ্ট অশোক বৃক্ষ শোভা পাচ্ছে, যা বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষীয় দ্বাদশীতে মধ্যাহ্নকালে পুষ্পবন্ত হয়। ইহা আমার ভক্তগণের সুখাবহ। বিশুদ্ধমতি ভাগবত ভিন্ন ইহা কেউ জানতে পারে না। আদি বরাহেও এরূপ আছে, যথা—"কৃষ্ণের সেতুবন্ধন লীলা মহাপাতক নাশন। সেই গোলোকে দেব গদাধর খেলার জন্য ছাদের উপর গৃহ নির্মান করেন—গোপবালকগণের সহিত প্রতিদিন ক্ষণকাল খেলার জন্য নিত্যকাল সেখানে তিনি যান।" (শ্রীব্রহ্ম সং ৫।৪৮) "অখিল আত্মভূত শ্রীকৃষ্ণ গোলোকেই নিবাস করেন" এরূপ নিয়ম শোনা যায়। স্কান্দে মথুরা মাহাত্ম্যে—"এই রমণীয় বৃন্দাবন, কেবল আমারই আবাস স্থান। এই বৃন্দাবনে যে সকল পশু, পক্ষী, মৃগ ও কীট সকল, মানুষ ও দেবতারা রয়েছে তাঁরা আমারই সন্নিধানে বাস করে এবং দেহান্তে তারা আমার আলয়ে গমন করেন। এই বৃন্দাবনে যে সকল গোপকন্যা বাস করেন তাঁরা আমার সহিত মিলিত হয়ে নিত্যই আমার সেবাপরায়ণ থাকেন। এই বৃন্দাবন ২০ ক্রোশ বিস্তীর্ণ ও আমার দেহস্বরূপ। সুষুম্না নামক এই যমুনা পরমামৃতবাহিনী। এই বৃন্দাবনে দেবগণ ও অন্যান্য প্রাণীসকল অলৌকিক ভাবে বিরাজিত আছে। সর্বদেবময় আমি কখনও এই বন ত্যাগ করি না। এই বৃন্দাবনে যুগে যুগে আমার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটে। এই রম্য বৃন্দাবন শুদ্ধসত্ত্বময় এবং চর্মচক্ষুর অদৃশ্যভাবে বিরাজমান্।" [শ্রীবৃন্দাবনের ত্রিবিধ প্রকাশ—(১) এই পৃথিবীকে স্পর্শ করে পূর্ণ মাধুর্যময় যে প্রকাশ আমাদের নয়নগোচর হচ্ছে (২) এই পৃথিবীকে স্পর্শ না করে চর্মচক্ষুর অদৃশ্য অবস্থায় এই দৃশ্য বৃন্দাবনেরই ঊর্ধ্বে অবস্থিত ঐশ্বর্যময় প্রকাশ—যেখানে নিত্যলীলা চলছে। (৩) শ্রীবৈকুণ্ঠের ঊর্ধ্বস্থ শ্রীগোলোক।] উপরে বর্ণিত ২ সংখ্যক ঐশ্বর্যময় পৃথিবীস্থ অপ্রকট অর্থাৎ অদৃশ্য শ্রীবৃন্দাবনেরই প্রকাশ বিশেষ গোলোক ধামে যিনি নিত্যনিত্য-পরিকরদের সঙ্গে বিহার

করছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীর নিজভক্তগণের প্রতি কৃপায় এই পৃথিবীর ১ সংখ্যক দৃশ্যমান প্রকাশ শ্রীবৃন্দাবনে তাঁর লীলাপরিকর সহ প্রকাশিত হন কোনও সময়ে। সেই সেই পরিকরের নিত্যতা বিধিবদ্ধ এবং পরিকররূপে তাদের উপাসনা শাস্ত্রাদিতে দেখা যায়। এইরূপে ষোড়শ সহস্র মহিষীর ঘরে দ্বারকায় একই কৃষ্ণ যুগপৎ যেমন ভিন্ন ভিন্ন লীলায় রত থাকেন সেইরূপ যখন নন্দাদি গোপগণ আমাদের দৃশ্যমান্ এই পৃথিবীস্থ বৃন্দাবনে প্রকাশান্তরে প্রকাশিত হন তখন লীলারস পোষণের জন্য লীলাশক্তিই প্রেম-বিবশতা দ্বারা সেই সেই প্রকাশে পৃথক্ অভিমান ও পরস্পর অনুসন্ধান সম্পাদন করে থাকেন, যেহেতু নিত্যসিদ্ধ নিজ বৈভবাদিও তাঁরা অনুসন্ধান করেন না। অতএব এই পৃথিবীতে অদৃশ্য ভাবে অবস্থিত ২ সংখ্যক ঐশ্বর্যময় নিত্যলীলা স্থল শ্রীবৃন্দাবনেরই প্রকাশবিশেষ বৈকুণ্ঠীয় শ্রীগোলোক দেখালেন। প্রকাশভেদ হলেও অভেদ হেতু এই সকল পরিকর ছাড়া অন্য কোনও অন্তরঙ্গ পরিকরদের দেখান নি, অর্থাৎ এই সকলকেই প্রকাশ ভেদে দেখিয়েছিলেন। **ছন্দোভি স্তুয়মান** - বেদাধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ বহিরঙ্গাই, অন্তরঙ্গ পরিকর নন—কারণ এরা বন্দিজনের সহিত একই ধর্মপরায়ণ। নন্দাদি গোপগণ স্তুতি করতে দেখলেন—এই যে দর্শন, ইহা বিষয়টির প্রামাণিকতার জন্য ॥ জী০ ১৭ ॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তং বৈকুণ্ঠ লোকং দৃষ্ট্বা তু পরমানন্দনির্বৃতাঃ। বৈকুণ্ঠীয়গোলোকস্থ বৃন্দাবনস্য বৃন্দাবনসাধর্ম্ম্যদর্শনাদিতি ভাবঃ। যথাহি কোটীশ্বরাঃ কদাচিন্নষ্ট সর্ব্বধনাঃ সন্তো দৈবাৎ ক্বচিদ্দৃষ্ট-স্বধনচিহ্নাঃ পরমানন্দনির্বৃতাঃ ভবন্তি তথেত্যর্থঃ। ততশ্চাস্মৎপ্রাণকোটিনির্ম্মঞ্ছনীয়মুখারবিন্দপ্রস্বেদবিন্দুঃ কৃষ্ণঃ কেতি তদন্বেষণানুসন্ধানবত্ত্বে সতি তঞ্চ দদৃশুরিত্যাহ,—কৃষ্ণং তত্রতৈশ্ছন্দোভিমূর্ত্তিমদ্ভিস্তুয়মানং দৃষ্ট্বা সুবিস্মিতাঃ। হং হো ক্বাগচ্ছামস্তাবদেতে জ্যোতির্ময়াঃ স্তাবকা অত্র বৃন্দাবনে খল্বপরিচীয়মানাঃ প্রষ্টুমস্মাভিরশক্যাঃ কে তন্মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণশ্চায়মস্মাননেকান্ পিত্রাদীন দৃষ্ট্বাপি বাল্যবিলাসং প্রপঞ্চয়ন্ন সন্নিধত্তে নাপি ভুজাভ্যাং নঃ কণ্ঠং ধত্তে বয়মপি সন্নিধাতুমেনমুৎসঙ্গমারোহয়িতুঞ্চ সঙ্কুচামঃ কিমনেনাদ্য ক্ষুৎপিপাসাবৈক্লব্যং বিস্মৃতম্। মাতাস্য কথমেনমভোজয়ন্তী জীবিষ্যতীত্যেবম্বিধান্ বিস্ময়ান্ দধানাস্তে লীলাশক্তিপ্রেরিতয়া যোগমায়য়ৈব পুনর্বৃন্দাবনমানিন্যিরে ইতি শেষঃ। এতৎপ্রকরণস্যায়মেবার্থঃ—শ্রীমৎ প্রভুবয়ৈরূপগোস্বামি-চরণৈঃ স্তবমালায়ামুপশ্লোকিতঃ। স চ শ্লোকো যথা,—"লোকো রম্যঃ কোঽপি বৃন্দাটবীতো নাস্তি ক্বাপী ত্যঞ্জসা বন্ধুবর্গং। বৈকুণ্ঠং যঃ সুষ্ঠু সন্দর্শ্য ভূয়ো গোষ্ঠং নিন্যে পাতু স ত্বাং মুকুন্দ ইতি ॥ বি০ ১৭ ॥

ইতি সারার্থ দর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টাবিংশোঽপি দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সেই মহাবৈকুণ্ঠলোক দেখে গোপগণ পরমানন্দ-নির্বৃত হলেন —বৈকুণ্ঠীয় গোলোকস্থ বৃন্দাবনের এই ভৌম বৃন্দাবনের সমধর্মবত্তা দর্শন হেতু পরমানন্দ, এরূপ ভাব। যেমন না-কি কোটিশ্বরগণ কদাচিৎ সর্বধন হারা অবস্থায় দৈবাৎ কোথাও নিজধনের চিহ্ন চোখে পড়লে পরমানন্দ-নির্বৃত হয়ে পড়ে ঠিক সেইরূপ, এরূপ অর্থ। অতঃপর কোথায় বিন্দু বিন্দু ঘর্মচয়ে শোভন প্রাণ কোটি-নির্মঞ্ছনীয় মুখারবিন্দ আমাদের কৃষ্ণ, এইরূপে তার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁকেও দেখলেন, এই আশয়ে বলা

হচ্ছে, কৃষ্ণঞ্চ ইতি। কৃষ্ণং—সেইখানেই কৃষ্ণকে মূর্তিমন্ত ছন্দগণের দ্বারা স্তূয়মান্ অবস্থায় দেখে তাঁরা সুবিস্মিত হলেন। হং হো! এ কোথায় এসে পড়লাম, এই বৃন্দাবনে এ সমস্ত জ্যোতির্ময় স্তুতিকারিগণ আমাদের অপরিচিত দেখছি—আমরা জিজ্ঞাসা করতেও পারছি না, এরা কে। এই স্তুতিকারিদের মধ্যবর্তী এই কৃষ্ণ আমাদের পিত্রাদি অনেককে দেখেও বাল্যবিলাস প্রকাশ করে আমাদের নিকটে আসছে না-তো, না-বহুযুগলে আমাদের গলা জড়িয়ে ধরছে—আমরাও এর নিকটে যেতে, কোলে উঠিয়ে নিতে সঙ্কুচিত হচ্ছি, আজ কি এ ক্ষুধা-পিপাসা বৈক্লব্য ভুলে গেল। এর মাতা কি করে একে না খাইয়ে বেঁচে আছে—এইরূপ বিস্ময় গ্রস্ত তাঁদের লীলাশক্তি প্রেরিত যোগমায়াই পুনরায় এই ভৌম বৃন্দাবনে নিয়ে এলেন। এই প্রকরণের এইরূপ অর্থই প্রভুবর রূপগোস্বামিচরণ স্তবমালায় তাঁর শ্লোকে প্রকাশ করেছেন। সেই শ্লোক এইরূপ, যথা—এই ভৌম মাধুর্যময় বৃন্দাবন অপেক্ষা রমনীয় লোক কোথাও-ই নেই, ইহা বুঝাবার জন্য যিনি বন্ধুবর্গকে অনায়াসে বৈকুণ্ঠলোক দেখিয়ে পুনরায় তাদিকে গোকুলে এনেছিলেন সেই মুকুন্দ তোমাকে রক্ষা করুন॥ বি০ ১৭॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে-অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত।

GAUDIYA MISSION GRANTHA MANDIR
A.C.C. No.
CALCUTTA-3

GAUDIYA MISSION GRANTHA MANDIR
A.C.C. No:
Bagbazar, Calcutta-3